গাধা সমাচার

(রম্য রচনা)

কামরুল ইসলাম খান

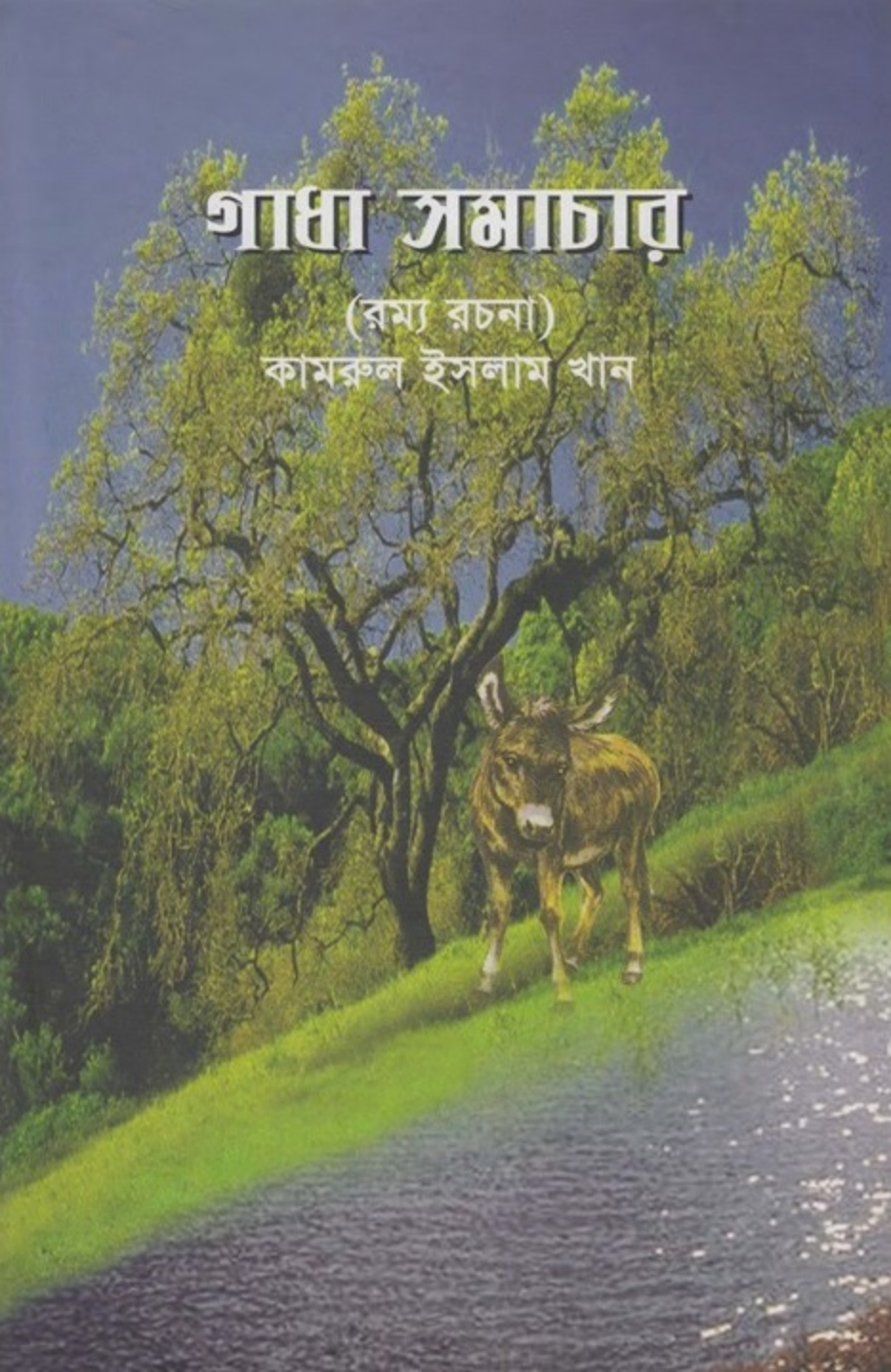

গাধা সমাচার

(রম্য রচনা)

কামরুল ইসলাম খান

www.pathagar.com

এই লেখকের অন্যান্য বই :

- কবিতার ধ্বনি
- প্রথম বসন্ত
- আকাশের ছবি
- অসমাপ্ত গল্প
- পবিত্র কুরআনের প্রয়োজনীয় আয়াত সমূহের তরজমা
- চৈত্রের দুপুর (যন্ত্রস্থ)

www.pathagar.com

গাধা সমাচার

(রম্য রচনা)

কামরুল ইসলাম খান

প্রকাশক

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

www.pathagar.com

গাধা সমাচার # **কামরুল ইসলাম খান**
গ্রন্থস্বত্ব # শরফুল ইসলাম খান, পিএইচডি
১৩/৭, ব্লক-বি, বাবর রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
প্রচ্ছদ # ----------

প্রথম প্রকাশ # একুশে বইমেলা, ২০০৭

প্রাপ্তিস্থান # বুক কর্নার, সোবহানবাগ, ঢাকা।
মিনার্ভা, সোহবানবাগ, ঢাকা।
মোহাম্মদপুর বুক সাপ্লাই, বাবর রোড।

মূল্য : ১০০/- টাকা
ইউএসএ : US$ 2/-

ISBN : 984-32-3563-0

Gadha Samachar
A book of humorous articles.
Written by Qumrul Islam Khan.
Price US$ 2/-only.

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার প্রিয় দ্বিতীয় পুত্র যে
বাংলা সাহিত্য বোঝে না
এবং বোঝার চেষ্টাও করে না।
মাহমুদ-উল ইসলাম খান (শেলী)-কে
আমার দোয়া এবং ভালবাসা সহ।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১) ছাগল অর্থনীতি এবং যানজট ০৯

২) আনন্দ-আনন্দ ১৫

৩) সৎ মানুষের খোঁজে ২১

৪) পাতাল রেল মনোরেল ৩১

৫) বুদ্ধিজীবি সমাচার ৩৮

৬) হাঁটুতে আঘাত মাথায় ব্যান্ডেজ ৪৪

৭) গাধা সমাচার ৫১

৮) ঘুষ ইজ গুড ফর মেন্টাল হেলথ ৫৭

৯) ছেলে দেখা ৬৫

১০) বিবাহ সমাচার ৭২

১১) কালো টাকা সাদা টাকা ৮০

১২) গঞ্জিকা সেবন ৮৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ছাগল অর্থনীতি এবং যানজট

আমার একজন গুরু আছেন। তিনি উচ্চ শিক্ষিত এবং সরকারী চাকরী হতে অবসর গ্রহন করে দিনযাপন করছেন। তিনি প্রতিটি বিষয়ে মহাপন্ডিত ব্যক্তি। আমার দেখা পেলেই তিনি কিছু-না-কিছু উপদেশ দিয়ে থাকেন। যাইহোক, ছাগল এবং ছাগল অর্থনীতি নিয়ে আমার রয়েছে তীব্র কৌতুহল।

এই বিষয়ে কথা বলার জন্য একবার তার কাছে গেলাম। সব শুনে তিনি বললেন---তোমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। অর্থের একটা বিশেষ নীতি রয়েছে। অর্থ খরচ করার বিষয়ে এই নীতি অনুসরণ করাই হলো অর্থনীতি। আবার যে ব্যক্তি এই নীতি অনুসরণ করেন, তাকেই অর্থনীতিবিদ বলা হয়। এসব প্রাজ্ঞ কথাবার্তা শুনে এবং আমার গুরুর গভীর জ্ঞান দেখে আমি "মোহিত" হয়ে গেলাম।

আপনারা সবাই ছাগল চেনেন। জীব জগতে অত্যন্ত নিরীহ প্রাণী এবং খুবই উপকারী জীব। ম্যান ইজ এ র‍্যাশনাল এনিম্যাল। এখানে "র‍্যাশনাল" শব্দের অর্থ বিচারবোধ। অপরদিকে এ্যনিম্যাল শব্দের অর্থ জীব বা জন্তু। মানব বিজ্ঞানীগণ বলে থাকেন, মানুষ এবং ছাগল উভয়ই জীব জগতের প্রাণী। শুধুমাত্র পার্থক্য হলো, মানুষের মধ্যে প্রচুর বুদ্ধি এবং বিচারবোধ বিদ্যমান রয়েছে, আর ছাগলের মধ্যে এই বোধশক্তি নেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে ছাগলের বোধশক্তি নেই, একথা সত্য নয়। কারণ আমাদের দেশের ছাগল অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং শৃগালের মত চতুর।

www.pathagar.com

ছাগলের রয়েছে দুটি পা। দু:খিত, মানুষের দুটি পা আর ছাগলের রয়েছে মোট চারটি পা। দুটি কান এবং দুটি চোখ। সমস্ত শরীরটা ঘন লোমে আবৃত। বিভিন্ন রং এবং নানাপ্রকার বৈশিষ্ঠ্য নিয়ে লক্ষ-লক্ষ ছাগল দ্বারা বাংলাদেশ সমৃদ্ধ। বিগত ২০০৪ সালের প্রথমার্ধে সরকার বাংলাদেশে ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে কর্মসূচী গ্রহনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় জানিয়েছেন, দেশের গ্রামীন পরিবেশে অধিক সংখ্যায় **"ব্লাক বেঙ্গল"** ছাগলের সহজ প্রজনন করা সম্ভব। এই প্রজাতির ছাগল প্রতি বছর ৩-টি করে বাচ্চা প্রসব করে থাকে। আমরা এতদিন **"রয়াল বেঙ্গল টাইগার"** এর নাম শুনেছি। এবার ছাগলের কল্যাণে শুনলাম **ব্লাক বেঙ্গল গোট**। সুতরাং ছাগল জিন্দাবাদ !

একটা ছাগল মানে এক-কাঁড়ি টাকা। ছাগলের উপকারের শেষ নেই। ছাগলের দুধ মানবদেহের জন্য খুবই উপকারী। এদের মাংস সুস্বাদু। চামড়া দিয়ে জুতো - স্যান্ডেল তৈরি করা হয়। এরা খুবই নিরীহ প্রাণী হবার ফলে আমরা তাদেরকে অতিশয় বোকা মনে করি। আমাদের সমাজে কোন লোক বোকার মত কথা বললে, আমরা সাধারণত মন্তব্য করি----লোকটা একটা ছাগল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ছাগল মোটেই বোকা নয়। এরা শুধুমাত্র বোকা-বোকা অভিনয় করে থাকে। এদের অভিনয় ক্ষমতা, বুদ্ধি এবং কৌশল মোটামুটি সুন্দর এবং স্বচ্ছ। পত্র-পত্রিকায় এই মর্মে অভিযোগ প্রকাশিত হয় যে বাংলাদেশের চলচিত্র জগতের মোটাসোটা নায়িকারা অশ্লীল অভিনয় করে থাকেন। এই অভিযোগ খন্ডনের লক্ষ্যে---- দেশের ছাগলদের ভালভাবে প্রশিক্ষণ দেবার প্রয়োজন রয়েছে। যথাযথ প্রশিক্ষণের পরে তারা এসব নায়িকাদের থেকে আরো উন্নতমানের অভিনয় করতে পারতো। আমাদের চলচিত্র জগতের পরিচালক এবং প্রযোজকবৃন্দ এই বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখতে পারেন। সুযোগ কখনই হাতছাড়া করতে নেই। বর্তমান নায়িকাদের থেকে এরা যদি ভাল অভিনয় করতে

www.pathagar.com

পারে, তাহলে সেটা হবে সবদিক থেকে খুবই লাভজনক ব্যবসা। এই প্রেক্ষাপটে ছাগল অর্থনীতি অনেক সবল হতো।

বাংলাদেশে ছাগলের অভাব নেই। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে রয়েছেন সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ এবং আইনজীবি। এরা সবাই বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। দেশের ছাগল সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবার জন্য আমি এঁদের কাছে অনেকবার গিয়েছি। একবার একজন সিনিয়র আইনজীবি আমার আগমনের উদ্দেশ্য শুনে একগাল হেসে আমাকে বললেন-----"তুমিই একটা ছাগল"। আমি রাগ করতে পারলাম না, কারণ তিনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি বিষয়টি নিয়ে চাপাচাপি করতে তিনি সবজান্তার একটা হাসি আমাকে উপহার দিয়ে বললেন----"বাংলাদেশে ছাগলের কোন অভাব নেই। সোজা গ্রামে চলে যাও। গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র তুমি প্রচুর ছাগল দেখতে পাবে। এরা খুবই নিরীহ ছাগল। কিন্তু ঢাকার ছাগল বেশ চালাক। দেশের সকল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সচিবালয়, গুলিস্তান, ধানমন্ডি, গুলসান এবং রমনা পার্ক এলাকায় গেলেও তুমি অনেক ছাগল দেখতে পারবে। এরা সব ঢাকাইয়া ছাগল, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত-----ফলে বেশ চালাক-চতুর।

আইনজীবী বন্ধুটি এবার বললেন---"তুমি ছাগলের ভাষা বোঝ"? আমি বিস্ময় এবং অজ্ঞতা প্রকাশ করে বললাম---"ছাগলের আবার ভাষা আছে নাকি " ?

তিনি বললেন---"ঐ যে বললাম তুমিও একটা ছাগল। আরে বোকা, ছাগল, গরু, গাধা প্রভৃতি সকল প্রাণীর স্বতন্ত্র ভাষা রয়েছে। এদের সব ভাষা তোমাকে বুঝতে হবে। এর উপর তোমাকে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এই দক্ষতা ছাড়া তুমি সবকিছু বুঝবে কি করে ?"

আমি বোকার মত তাঁর দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলাম।

www.pathagar.com

১২

আমাদের দেশে রয়েছে প্রচুর গরু-গাধা। কিন্তু আমাদের সরকার কেন শুধুমাত্র ছাগল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, এটা নিয়ে আমার প্রচুর বিস্ময় রয়েছে। যাইহোক, গরু-গাধা নয়, আমার সীমাহীন কৌতুহল শুধু ছাগল নিয়ে। ফলে আমার কৌতুহল মেটাবার জন্য এবার গেলাম আমার এক অভিজ্ঞ সাংবাদিক বন্ধুর কাছে। তিনি ঢাকার একটি দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক।

সবকিছু শুনে তিনি রেগে গেলেন। আমাকে বললেন---"আপনি----আপনি কি বলবো, আপনি একটা রামছাগল। আরে হাজার-হাজার ছাগলের মধ্যে আমরা বসবাস করছি। আর আপনি ছাগল খুঁজে বেড়াচ্ছেন ?"

ছাগল সম্পর্কে আমার অজ্ঞতা সীমাহীন। আমার জানামতে ছাগল শ্রেণীর মধ্যে যেটা সর্বোত্তম, তাকেই রামছাগল বলে। সাংবাদিক বন্ধু বললেন--- "দেখুন, আমাদের দেশে হাজার-হাজার ছাগল রয়েছে। তবে রামছাগলের সংখ্যাটা অবশ্যই হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে। আপনি বাংলাদেশের রাম ছাগলদের "বুদ্ধিজীবী ছাগলও" বলতে পারেন। কারণ এদের বুদ্ধি সাধারণ ছাগলদের তুলনায় অনেক বেশী। ফলে রাম ছাগল হেলা-ফেলার মত জিনিষ নয়। বিদেশে এদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।"

আমি এমন কথা কখনো শুনিনি। তাই বললাম -- "আপনি সত্যি কথা বলছেন ? "

বন্ধুটি বললেন----"অবশ্যই। আমি রামছাগলের উপর একটা বিশেষ প্রবন্ধ লিখছি। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, এসব রামছাগল বিদেশে রফতানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা সম্ভব। কিন্তু দু:খের বিষয় দেখুন, সরকারের কোন প্রকার মাথাব্যথা নেই, সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় আজ পর্যন্ত কোন প্রকার উদ্যোগ গ্রহন করেনি।" আমি পূর্বেই বলেছি আমার অজ্ঞতা সীমাহীন। ছাগল-রামছাগল, বিদেশে রফতানি, বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন ইত্যাদি আমার সবকিছু গোলমাল হয়ে গেল। ফলে তাঁর কথা আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

www.pathagar.com

আমি বাসায় ফিরে এলাম। বাংলাদেশের ছাগলদের সম্পর্কে আমাকে অবিলম্বে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। ছাগলের উৎপাদন বৃদ্ধির অর্থই হলো অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি। এই লক্ষ্যে আমি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে চাই। ফলে এসব তথ্য আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। আমি চিন্তা করতে-করতে ব্যালকনীতে এসে বসলাম। আমার মাথায় তখন ঘুরছে সরকারের ভাষ্য----"ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধি করুন।" আমার হঠাৎ খেয়াল হলো, কোথায় যেন একটা ভুল যাচ্ছে। ছাগল উৎপাদন কোনক্রমেই বৃদ্ধি করা যাবেনা। এটা বৃদ্ধি করলেই বিপদ এসে ঘাড়ে ভর করবে। তাহলে ভুলটা কোথায়? কিছুতেই ধরতে পারছিনা। একটা সিগারেট ধরালাম। জোরে একটা সুখটান দেবার পর বুদ্ধির দরজা খুলে গেল। ভুলটা নিমেষে ধরে ফেললাম। ছাগল অর্থনীতির হিসেবের মধ্যে একটা মারাত্মক গোলমাল রয়েছে, যা সরকার কল্পনাও করতে পারেননি। কিছুতেই ছাগলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাবেনা। বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা কত? প্রায় ১৪ কোটি ৫০ লক্ষের কাছাকাছি । অংকের হিসেবে ধরা যাক, সরকারের আহ্বানে মোট জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ৭-কোটি লোক সাড়া দিয়ে যদি "ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট" প্রতিপালন করা শুরু করেন, তাহলে কি ঘটতে পারে ? মাই গড ! এক বছর পরে কি হবে ? প্রতিটি ছাগল ৩-টি করে বাচ্চা প্রসব করবে। তাহলে ৭-কোটিকে ৩-দিয়ে গুণ করতে হবে। এর ফলাফল হবে----এক বছর পর মোট ২১ কোটি ছাগল। তাহলে ৩ থেকে ৪-বছর পরে কি দাঁড়াবে? এসব চিন্তা করলে যে-কোন সুস্থ্য লোক বিশেষ করে আমাদের যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাথা ঘুরে যাবার কথা।

সবাই জানেন দেশের ভয়াবহ জনসংখ্যার সমস্যা বর্তমানে জাতীয় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এরপর রয়েছে মারাত্মক যানজট সমস্যা। এই যানজট নিরসনকল্পে গাড়ী চলাচলে বিভিন্ন রুট তৈরি করা হচ্ছে। পার্কিং স্থান হিসেবে গুলিস্তানে কুড়িতলা দালান তৈরি করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর রাস্তাঘাট রিক্সা, বাস, ট্রাক, বেবি আর কোষ্টারের ঠেলায় মানুষ অস্থির। ফুটপাত হকারদের দখলে। এরপর যদি দেখা যায়,

www.pathagar.com

মহানগরীর রাস্তাঘাট কোটি-কোটি ছাগলে সয়লাব, তাহলে সার্বিক ছবিটি কি দাঁড়াবে ? সাধারন মানুষ এমন দৃশ্য পূর্বে দেখেননি। তারা হয়তো এমন দৃশ্য দেখে ভয় পাবেন। নিজ-নিজ ঘর হতে কেউ বের হতে সাহস করবেন না। সেক্ষেত্রে ফলাফলটা কি হবে? সরকারের বাইরে যে রাজনৈতিক দল থাকে, তাকে বলা হয় বিরোধী দল। এই বিরোধী দলকে কষ্ট করে আর হরতাল ডাকতে হবেনা। প্রতিদিনই হরতাল হতে থাকবে। এটার নাম হবে অটো-হরতাল। সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ দেখুন, ছাগলের কল্যাণে আমরা আজ একটা নতুন শব্দ পেয়ে গেলাম----অটো-হরতাল।

মানুষ যা নিয়ে বেশী চিন্তা-ভাবনা করে, রাত্রে তাই স্বপ্ন দেখে। সেদিন রাত্রে ঘুমিয়ে আমিও ছাগল সম্পর্কে একটা স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নে আমি পশুপালন মন্ত্রীকে তাঁর প্রস্তাব দ্বিতীয়বার ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করেছি। আমাদের দেশে অনেক ছাগল এবং রামছাগল রয়েছে। এরা সুযোগ বুঝে একেক সময় ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে ভিন্ন-ভিন্ন ভাষা প্রয়োগ করে সরকারকে এবং বিশেষ করে নিরীহ জনসাধারনকে বিভ্রান্ত করে থাকে। ফলে এদের জ্বালাতনে আমাদের সহজ-সরল জনসাধারন অস্থির হয়ে দিনযাপন করছেন। ছাগল এবং রামছাগল খুবই বুদ্ধিমান প্রাণী বিধায় বিদেশে এদের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এদেরকে বিদেশে রপ্তানী করে বিপুল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। এই প্রেক্ষাপটে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করবার জন্য আমি পশুপালন মন্ত্রণালয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছি।

www.pathagar.com

আনন্দ-আনন্দ

সমাজ বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, আনন্দ আর নিরানন্দ নিয়ে গঠিত মানুষের জীবন। এই জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং অত্যন্ত কৌশলের সাথে জীবনের সকল দু:খ-কষ্টকে ভুলে থাকতে হবে। হাসতে হবে। মানব জীবনে এক মহৌষধের কাজ করে থাকে অনাবিল হাসি।

আমার জানামতে কৌতুক দুই প্রকারের। প্রথমটার রূপরেখা অথবা স্রোতধারা আমার জানা নেই। এই পর্যন্ত যত ভাল-ভাল কৌতুক আমরা জেনেছি, শুনেছি অথবা পড়েছি, আপনারা দেখবেন যে তার পেছনে লেখা থাকে "গৃহীত"। পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে "বাংলা ভাষা সম্পর্কে আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ"। "সংগৃহীত" শব্দটি লেখার পেছনের কারণ আমার জানা নেই। আমি বিশ্বাস করি একটা কৌতুক কেউ-না-কেউ লিখেছেন। কোন কৌতুক আকাশ থেকে পড়েনা। কিন্তু আমাকে যা বিস্মিত করেছে , তা-হলো আজ পর্যন্ত আমি কারো নাম মুদ্রিত দেখিনি। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি একটা সেরা কৌতুকই হলো প্রকৃতপক্ষে একটা সেরা ছোটগল্প। আর দ্বিতীয়টা হলো একদম বাস্তব কৌতুক। বাস্তব কৌতুক মানুষকে আনন্দদান করলেও কোন-কোন সময় তা মর্মবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ, আসুন তাহলে শুরু করা যাক। আমি এখনো জানিনা আপনাদের আনন্দদান করতে পারবো কিনা। তবে চেষ্টা করতে দোষ কি ? শুরু করা যাক তথাকথিত "সংগৃহীত" কৌতুক দিয়ে।

১) এক ভদ্রলোক রাস্তা দিয়ে হনহন হেঁটে যাচ্ছেন। তার হাতে বাঁধা একটা কুকুর। কুকুরটাও তার সাথে-সাথে ছুটছে। ভদ্রলোকের পেছনে

www.pathagar.com

প্রায় ৫০/৬০ জন লোক হাঁটছেন। হঠাৎ কেউ দেখলে, তারা মনে করবেন বোধহয় কোন রাজনৈতিক দলের মিছিল।

এক ভদ্রলোক স্ত্রীর আচরণ এবং ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন। তিনি অত্যন্ত কৌতুহলী হয়ে মিছিলের দিকে তাকিয়ে আছেন এবং দেখছেন। এরপর তিনি মিছিলের পেছনের দিকে এসে একজনকে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন।

তিনি সবকিছু বুঝিয়ে বললেন---ঐ যে কুকুরটা দেখছেন, ওটা একবার কামড়ালে মানুষ কিছুতেই বাঁচেনা। কোন চিকিৎসকও বাঁচাতে পারেনা। ফলে কোন আপদকে বিদায় করতে হলে এই কুকুরটাকে ভাড়া করতে হবে।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, আপদ আবার কি ?

মিছিলের সেই লোক বললেন----কত প্রকার আপদ আছে। আপদ-বিপদের আবার ঠিক আছে নাকি ? ধরুন শ্বাশুড়ি অথবা বৌ অথবা প্রতিবেশী। কত রকমের আপদ আছে।

ভদ্রলোকের মুখে এবার বিচিত্র হাসি ফুটে উঠলো।

তিনি এক দৌড়ে মিছিলের সামনে এসে কুকুরের মালিককে ধরলেন। কানে-কানে সবকিছু বুঝিয়ে বললেন।

মালিক গম্ভীর হয়ে বললেন-----লাইনে দাঁড়ান। পরশু আসুন।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন---পরশু আসবো বলছেন ?

মালিক বললেন----দেখছেন না, এত লোক লাইন দিয়ে রয়েছেন ? পরশুর আগে আপনার কেস কিছুতেই হাতে নিতে পারবো না।

২) বাংলাদেশের এক মেধাবী তরুন পাকিস্তানে গিয়ে এমবিবিএস পড়ছেন। ফাইন্যাল ইয়ারে পড়ার সময় তিনি একই কলেজের তৃতীয় বর্ষের এক তরুনীর প্রেমে পড়েন। প্রেম থেকে বিয়ে। বিয়ের পর এমবিবিএস পাশ করে তারা ইংল্যান্ডে চলে যান উচ্চশিক্ষার জন্য। ইংল্যান্ডে থাকতেই তিনি এক কন্যা সন্তানের পিতা হন। এরপর তারা

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ফিরে আসেন। কন্যার বয়স তখন ৫-বছর। ইংলিস মিডিয়ামে পড়ে। টিচার শিখিয়েছেন, মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ।
কন্যা একদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো----আচ্ছা পাপা তোমার জন্মস্থান কোথায় ?
পাপা বললেন----বাংলাদেশ।
এরপর সে মাকে বললো----মাম্মি তুমি কোথায় জন্মেছো ?
মা বললেন----আমার বাবার বাড়ি পাকিস্তানে। আমি সেখানেই জন্মেছি।
বাবা-মায়ের কথা শুনে মেয়ে ভারি অবাক হয়ে গেল।
সে এবার বললো---পাপা বাংলাদেশে। আর তুমি জন্মেছো পাকিস্তানে। ভাল কথা। আর আমি জন্মেছি কোথায় ?
পাপা এবার গর্ব করে উত্তর দিলেন----তুমি ইংল্যান্ডে জন্ম গ্রহন করেছো।
কণ্যা এবার কেঁদে ফেললো।
তারপর হেঁচকি তুলে বললো---তোমরা দুজনেই মিথ্যেবাদী। পাপা তুমি বাংলাদেশে, মাম্মি পাকিস্তানে আর আমি ইংল্যান্ডে। তোমরাই বলো এটা কি সম্ভবপর ? আমি এত ছোট, তোমরা আমার কাছে মিথ্যে কথা বলছো। তাহলে সত্যি কথা আমি কার কাছ থেকে শিখতে পারবো ?

৩) এক ভদ্রলোক তার মেয়েকে নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছেন। মেয়ের বয়স মাত্র ৫-বছর। সে নিয়মিত নাচ শেখে। রাস্তার মাঝখানে এক ট্রাফিক কনেস্টেবল দাঁড়িয়ে ট্রাফিক কন্ট্রোল করছে। মেয়ে তার দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষন তাকিয়ে থেকে বাবার হাত চেপে ধরলো।
মেয়ে বললো---বাবা দেখ--দেখ। লোকটা নাচছে। তা ধিক-ধিন থা, তা ধিক------। বাবা দেখনা লোকটার হচ্ছেনা। হাতের সাথে পায়ের কোন সম্পর্ক নেই। বাবা আমি ঐ লোকটিকে বলে আসি ?
ভদ্রলোক বহু কষ্টে মেয়েকে নিয়ে পালালেন।

৪) এক রোগীর অপারেশন হচ্ছে। সার্জন মুখে মাস্ক পরে রোগীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। তিনি দেখলেন, রোগী ক্রমাগত কাঁপছে।

www.pathagar.com

সার্জন বললেন-----কি ব্যাপার কাঁপছেন কেন ? শারীরিক কোন অসুবিধা হচ্ছে কি ?
রোগী----না। আমি মানে---------
সার্জন বললেন-----মানে কি ? থামলেন কেন ?
রোগী-----না, মানে আমার জীবনে এটাই প্রথম অপারেশন কিনা। সেজন্য ভীষন ভয় লাগছে।
তাই কাঁপুনিটা থামাতে পারছিনা।
সার্জন হেসে বললেন---তাই বলুন। এতে ভয়ের কি আছে ? দেখুন-তো আমি কি কাঁপছি ?
অথচ আমার জীবনে এটাই প্রথম অপারেশন।
কথা শুনে রোগী সাথে-সাথে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

৫) এক বিদেশী অধ্যাপক গাড়ী নিয়ে ঢাকা মহানগরী ঘুরে-ঘুরে দেখছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস অতিক্রম করার সময় তিনি অবাক হয়ে দেখলেন মাইকের চীৎকারের সাথে-সাথে পেপসি আর কোকাকোলার বোতল ছোড়াছুড়ি হচ্ছে। সেই সাথে ছাত্র-ছাত্রীরা চীৎকার করে ছোটাছুটি করছে। সে এক মহা গোলমাল। বিদেশী অধ্যাপক অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে পাশে বসা বাংলাদেশী তরুণ লেকচারারকে এর কারন জিজ্ঞাসা করলেন। লেকচারার গর্বের সাথে উত্তর দিলেন----ওটা কিছু নয়। এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পলিটিক্যাল সায়েন্স বিভাগের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস চলছে।

৬) পূর্বের এপয়েন্টমেন্ট অনুযায়ী এক নামকরা অভিনেত্রীর বাসায় চিত্র সাংবাদিক উপস্থিত হলেন সঠিক সময়ে। তিনি ইন্টারভিউ নেবেন। সাংবাদিক হেসে বললেন----ম্যাডাম আপনার সেই পোষা পাখীটাকে দেখছিনা। কি ব্যাপার ?
ম্যাডাম----বদমাস পাখীটাকে ছেড়ে দিয়েছি।
সাংবাদিক অবাক হয়ে বললেন-----এতদিনকার পোষা পাখী ! আর কি সুন্দর কথা বলতো ! আপনি ছেড়ে দিলেন ?

www.pathagar.com

ম্যাডাম----কি করবো বলুন, আমি সাজগোজ করে বসে থাকলে বলতো---আপা---আপা। আর যখন মেক-আপ ছাড়া সাদাসিদে পোশাকে থাকতাম, হারামজাদা পাখীটা আমাকে "খালাম্মা" বলে ডাকতো।

পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ, সংগৃহীত গল্পগুলি কেমন লাগলো? আপনারা যদি কেউ হেসে আনন্দ পেয়ে থাকেন, তাহলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে। আসলে নির্ভেজাল হাসি মানুষের জীবনে টনিক হিসেবে কাজ করে থাকে। পূর্বেই বলেছি, বাস্তব কৌতুকও রয়েছে। এখানে দুটি বাস্তব কৌতুক উপস্থাপন করা হলো :

১) ঢাকা মহানগরীর যানজট মারাত্মক আকার ধারন করেছে। এটা সবারই জানা আছে। প্রায় দেড়

বছর পূর্বের কথা। পুলিশের হাই কমান্ড ট্রাফিক বিভাগের অফিসারদের আদেশ দিলেন কার্যকরী ব্যবস্থা নেবার জন্য। সকলের পূর্বে অবৈধ (দুই নম্বর লাইসেন্স) লাইসেন্সধারী চালকদের ধরতে হবে। আদেশ মোতাবেক কাজ শুরু হয়ে গেল।

এয়ারপোর্ট এলাকা। একজন পুলিশ সার্জেন্ট ডিউটি করছেন। তার হলো ঈগলের চোখ। প্রতিটি গাড়ী এবং চালকদের মুখের দিকে তিনি তীক্ষ্ণভাবে তাকাচ্ছেন। এক বেবী চালকের মুখের দিকে তাকিয়ে তার কেমন সন্দেহ হলো। তিনি বাঁশী বাজিয়ে বেবি চালককে থামতে নির্দেশ দিলেন।

তিনি এগিয়ে গিয়ে চালককে তার লাইসেন্স দেখাতে বললেন। চালক লাইসেন্স বের করে দিল।

লাইসেন্সটি ভুয়া, এটা দেখে তিনি বিস্মিত হলেন না। তবে চালক কি-কি গাড়ী চালাতে পারবে, তার একটা তালিকা নিচের দিকে ছাপানো ছিল। সেই তালিকায় সর্বনিম্নে যে বাহনটির কথা উল্লেখ ছিল, সেটা পড়েই সার্জেন্টের জ্ঞান হারাবার অবস্থা। বাহনটির নাম হাল্কা প্লেন।

জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় খবরটি ছাপা হবার পর মহানগরীর লোকেরা প্রচুর হাসাহাসি করেছিলেন।

www.pathagar.com

২) বিগত ৬/১/২০০৪ তারিখে জামালপুরের ঘটনা। জামালপুরের সিভিল সার্জনের কনফারেন্স কক্ষে স্বাস্থ্য বিষয়ক সেমিনার চলছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ খন্দকার মোশারফ হোসেন এবং অর্থ প্রতিমন্ত্রী আনোয়ারুল কবির তালুকদার।

সিভিল সার্জন তার অনুপম বর্ক্তৃতা শেষ করলেন "পাকিস্তান জিন্দবাদ" ধ্বনি দিয়ে। সমস্ত সেমিনার কক্ষ কয়েক সেকেন্ড স্তব্ধ থেকে হাসিতে ফেটে পড়লো। কথায় আছে ---নেচার ইজ দি সেকেন্ড হ্যাবিট অফ ম্যান। অতি সম্প্রতি দুটি ইংরেজী কৌতুক পড়লাম। আমার কাছে খুবই ভাল লেগেছে। তাই আপনাদের উপহার দিচ্ছি :

a) Love conquers everything of human life except toothache.
b) Most of the civil servants are neither servants nor civil.

সবাই হাসি-খুসী থাকুন। স্বাস্থ্যের জন্য হাসি অপরিহার্য। এর কোন বিকল্প নেই।

www.pathagar.com

সৎ মানুষের খোঁজে

সৎ এবং অসৎ বলে বাংলা অভিধানে দুটি শব্দ রয়েছে। এই দুটি শব্দের অর্থ ভিন্ন প্রকারের। সৎ শব্দ থেকে সততা শব্দের উৎপত্তি। এরপর রয়েছে সতাত, সতীন, সতীত্ব, সতীপনা এবং সতীত্বনাশ। এই "নাশ" নিয়ে আবার কয়েকটি শব্দ রয়েছে। সেগুলি এখানে উল্লেখ করতে চাইনা। বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন বাংলাদেশে থাকলে এই নাশ নিয়ে অনেক কিছু লেখা যেত। আমি তার লেখার "নিদারুন ভক্ত"। তার মেয়েবেলা পড়ে আমি "মোহিত" হয়েছি। মনে হয় প্রতিটি শব্দের সাথে একটা মেয়ে-মেয়ে গন্ধ জড়িয়ে রয়েছে।

বাসায় এসে স্ত্রীকে বললাম----বুঝলে তসলিমা-----, আমার কথা আমি শেষ করতে পারিনি।

স্ত্রী ট্যারা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে বললেন----বুঝেছি। এখন তসলিমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো। ভাল------খুব ভাল।

যাইহোক তসলিমা এখন বিদেশে স্থায়ীভাবে অবস্থান করছেন। সুতরাং এই নাশ থেকে দূরে থাকা ভাল। নইলে ঘরে-বাইরে সর্বনাশ।

অপরদিকে, সৎ শব্দের উল্টো শব্দ হলো অসৎ। এরসাথে রয়েছে অসৎ উপায়, অসৎ কর্ম, অসৎ পথ, অসৎ সংসর্গ ইত্যাদি। এই সৎ আর অসতের মধ্যে যুদ্ধ এবং সংঘাত চলছে সারা বিশ্বময়। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বলেছেন ঢাকা মহানগরীতে এক কোটি ৩০ লক্ষ লোকের বসবাস। এদের উপর একটা সমীক্ষা চালালে দেখা যাবে যে এরা সবাই সৎ। অসৎ শব্দ বলে বাংলা অভিধানে একটা শব্দ আছে , এটা কেউ কখনো শোনেন-নি। মনে হয় শব্দটির সাথে কারো কোন পরিচয় নেই।

www.pathagar.com

২২

আমার গুরু আমাকে আদেশ করলেন---যাও, বেরিয়ে পড়ো চট-জলদি সৎ মানুষের খোঁজে। আমার একটা তালিকা প্রয়োজন। কি অদ্ভুদ কথা-বার্তা। সৎ মানুষের তালিকা দিয়ে কি হবে, সে সম্পর্কে কিছুই বললেন না। কি করা যায়, কোথা থেকে শুরু করবো, এসব নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলাম। আমি নিজে ইনসোমনিয়ার রোগী। রাত্রে ভাল ঘুম হয়না। তার উপর যদি এসব উদ্ভট বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হয়, তাহলে চলে যেতে হবে পরীর দেশে।

তাই হলো, পরপর দু-রাত্রি ঘুম ছাড়াই কাটিয়ে দিলাম। মাথা ঝিমঝিম করছে, চোখ দুটি লালচে বর্ন ধারন করেছে। সেদিন সকাল-সকাল উঠে নাস্তা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ভাবলাম গুলিস্তান আর রমনা পার্ক শ্রেষ্ঠ স্থান জরিপ করবার জন্য। সারা ঢাকা মহানগরীর এমন কোন জঞ্জাল নেই যা এই দু-স্থানে পাওয়া যায়না। ঋণ খেলাপী, ফটকাবাজ, দালাল, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, ভুয়া ফকির, রাস্তার ময়না ইত্যাদি সবই পাওয়া যায়। এই দু-স্থানে পরে যাব চিন্তা করে প্রথমে গেলাম নিউ মার্কেট এলাকায়। বলাকার সামনে তাকাতে দেখলাম একজন লোক হতে টিকিট নিয়ে চীৎকার করছে। তার কাছে এগিয়ে গেলাম।
লোকটি আমাকে সিনেমার দর্শক মনে করেছে। তাই বললো----ভাইজান কোনডা চান ? ডিসি না ফাষ্ট কেলাস ?
আমি আস্তে-আস্তে বললাম---আমি টিকিট চাইনে। আমি সৎ মানুষের খোঁজে বেরিয়েছি। আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারেন ?
লোকটি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো। তারপর কালো দাঁতগুলি বের করে হা-হা করে হেসে উঠলো। আমি ভয় পেলাম।
----আপনি কি কইলেন ? কি শুনলাম সৎ ----কি যেন কইলেন ?
আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ভাবলাম কথাটা রিপিট করবো কিনা।

www.pathagar.com

লোকটি এবার একটু জোরে কারো উদ্দেশ্যে বলে উঠলো----ওরে-ও নাবাইল্যা, এইদিক আইয়া শুনে যা। এই ভদ্দরলোকের চাঁন্দি গরম হইয়া গেছেগি। ইনারে পাবনায় লইয়া যা।

নাবাইল্যা আসার আগেই আমি তাড়াতাড়ি কেটে পড়লাম। কি ফ্যাসাদে পড়লাম। মনটা খারাপ হয়ে গেল, তাই বাসায় ফিরে এলাম।

আমার এক সাংবাদিক বন্ধু আছেন। তিনি প্রায় দার্শনিকের মত কথা বলে থাকেন। সবশেষে আর কোন উপায় না দেখে তার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। ভাগ্য জোরে তাকে বাসায় পাওয়া গেল বলে আমি চিন্ত ামুক্ত হলাম।

ড্রইং রুমে আমরা বসলাম। তিনি কাজের ছেলেকে ডেকে চায়ের কথা বললেন। আমি তাকে অতি সংক্ষেপে সবকিছু খুলে বললাম। তিনি ধৈর্য সহকারে সবকিছু শুনে উদাস ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন।

সাংবাদিক বন্ধু বললেন----দেখুন বিষয়টি খুব জটিল এবং স্পর্শ-কাতর। কোন কাজটা সৎ আর কোন কাজটা অসৎ, এটা বলা খুবই কঠিন।

আমি বললাম----যেমন ?

তিনি দার্শনিকের মত মাথা নেড়ে বললেন-----উদাহরণ দেয়া খুবই অসুবিধাজনক।

তিনি কি ভেবে বুয়াকে ডাকলেন। বুয়া আসার পর তিনি বললেন----আজ রাত্রে তুমি বেগুন পুড়িয়ে ভর্তা করবে। বুঝেছো ?

বুয়া জ্যে বলে ভিতরে চলে গেল। যাবার সময় দেখলাম তার চোখে অদ্ভুদ এক দৃষ্টি।

আমি বুঝতে পারলাম ভেতরে একটা "কিন্তু" আছে।

এবার সাংবাদিক বন্ধু বললেন----আমাদের বুয়াকে দেখলেন তো ? খুব ভাল মানুষ।

আমি চুপ করে থাকলাম। তিনি বললেন----গতকালকার ঘটনা। আজকে মাসের ছয় তারিখ। এখনও মাইনে পাইনি। কালকে পাব। আমি মাইনে পেয়েই বুয়াকে মাইনে দিয়ে দেব। আজ পর্যন্ত মাইনে পাইনি, এটা কি আমার দোষ ?

www.pathagar.com

আমি উত্তর দিলাম না। তিনি বলে চললেন----গতকাল ছিল ৫-তারিখ। মাইনে দিইনি বলে বুয়ার ভীষন রাগ। গতকাল কি করেছে জানেন ? রান্নাঘরে কাঁচের একটা পিরিচ আছাড় মেরে ভেঙ্গে ফেলেছে। গিন্নি আগামী কাল আসবে। আমি দৌড়ে গেলাম। বুয়া বললো, কি করুম। হাত থেকে পইড়া গেল। আসলে হাত থেকে পড়েনি। সে দেয়ালের গায়ে ছুড়ে মেরেছে । এটা একটা অতি সাধারন ব্যাপার। এখন আপনি সততার প্রশ্নে এই বিষয়টাকে কি ভাবে বিশ্লেষন করবেন ?

আমি বললাম----আপনি ঠিক বলেছেন। এ ধরনের নিরীক্ষার পর সৎ মানুষ খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য বিষয়। এখন আমি কি করবো ?

বন্ধু বললেন----এখন-তো দেশে রাজনীতির দূর্বৃত্তায়ন চলছে। যাকে বলে সহিংস রাজনীতি। সারাদেশের বারোটা বাজতে কত ঘন্টা বাকী আছে, কে জানে। একটা দৈনিক পত্রিকায় ঘুষের উপর কার্টুন ছাপা হয়েছে। আপনি কি দেখেছেন ?

আমি অজ্ঞতা প্রকাশ করে কার্টুনের সারবস্তু বর্ননা করতে অনুরোধ করলাম।

তিনি বললেন-----কার্টুনটা আমার চোখের সামনে ভাসছে। একথা বলে তিনি হেসে ফেললেন। এরপর তিনি শুরু করলেন---সচিবালয়ের ভেতরে একটা দপ্তর। ভেতরে বড় সাহেব কাজে ব্যস্ত। প্রধান দরজার ওপাশে গোলমাল শুনে তিনি বেরিয়ে এলেন। কি ব্যাপার এত হৈ-চৈ কেন ?

এক ভদ্রলোক তেড়ে এলেন। তিনি চীৎকার করে বললেন----এটা কি ঘুষের বাজার ? কোন প্রকার নিয়ম-নীতি কি নেই ? আমরা কি আপনাদের টাকা দেইনা ? মাগনা কাজ করাই ?

বড় সাহেব এবার সব বুঝলেন। এবার তিনি চিন্তাভাবনা করে তার মুখ খুললেন।

তিনি উত্তেজিত লোকগুলির উদ্যেশ্যে বললেন---ঐদিকে দেখুন, একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে। ওখানে একটা চার্ট ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। চার্টে সব লেখা আছে কাকে কত টাকা দিতে হবে। এর বেশী টাকা কেউ চাইলে,

www.pathagar.com

সেটা হবে অপরাধ। আপনারা সেক্ষেত্রে লিখিতভাবে অভিযোগপত্র দায়ের করবেন। আমরা এ্যকশান নেব।

আমি হেসে ফেলে বললাম----দেশের যা অবস্থা, সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রাখাই ভাল।

সাংবাদিক বন্ধু বললেন---আমরা সাংবাদিক, আমাদের মধ্যেও ভুত ঢুকে পড়েছে।

আমি অবাক হয়ে ভললাম----এসব কি বলছেন ?

তিনি বললেন---সত্যি কথা। আপনি ইয়োলো জার্নালিজম বোঝেন ? হলুদ সাংবাদিকতা ?

আমি বললাম হলুদ দুই প্রকারের। এক নম্বর খাওয়ার হলুদ। দুই নম্বর, একটা রংয়ের নাম হলুদ।

তিনি বললেন---বুঝলাম, আপনি সাদা-পোড়া মানুষ। কিন্তু বেরিয়েছো কঠিন কাজ নিয়ে।

আমি বললাম---দু:খিত। আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন।

তিনি বললেন---ঠিক আছে। এই হলুদ সাংবাদিকতা একটু ভিন্ন প্রকারের। অর্থাৎ খারাপ সাংবাদিকতা।

আমি বললাম---এবার বুঝেছি। কিন্তু খারাপ সাংবাদিকতার প্রমান কোথায়?

তিনি বললেন---সংসদে তথ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দিয়েছেন। সব জাতীয় পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। আপনি পড়েননি ? বলুন সারাদেশে কতগুলি পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি দেয়া হয়েছে ?

আমি বললাম----হ্যা পড়েছি। সারাদেশে দৈনিক পত্রিকা ৩৫০-টি। সাপ্তাহিক পত্রিকা ৬৫১-টি। মাসিক পত্রিকা ৩২০-টি। পাক্ষিক ১৭১-টি এবং ত্রৈমাসিক ৪২-টি।

সাংবাদিক বন্ধু বললেন----সংসদে আরও বলা হয়েছে যে এর সবগুলি পত্রিকা প্রকাশিত হয়না।

আমি বললাম---টাকার অভাবে পত্রিকা প্রকাশ করতে পারেনি। যাইহোক তাতে কি হলো ?

www.pathagar.com

বন্ধু বললেন----হকারদের কাছে এসব পত্রিকা কখনও দেখেছেন? কখনও দেখবেন না। এরা পত্রিকার মালিক হয়ে ইয়োলো জার্নালিজমে জড়িয়ে পড়েছে।

তিনি আরও বললেন---প্রেস ক্লাবের সামনে লাল সালুতে লেখা একটা সাইনবোর্ড দেখেননি ? একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হয়েছে। তার নাম রাখা হয়েছে পোষ্টকার্ড। আপনি নিজেই বলুন এটা একটা নাম হলো ? এরপর কোনদিন দেখবেন নতুন সাপ্তাহিক প্রকাশ করা হয়েছে। তার নাম "এনভেলাপ"। মাত্র কিছুদিন আগে দৈনিক পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। একটা নতুন সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। তার নাম রাখা হয়েছে----***গ্রেনেড*** । এরপর হয়তো দেখবেন , বোমা অথবা এ.কে-৪৭ নামে পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

আমি হেসে ফেললাম। বললাম---কি করবেন ? সবাইকে-তো খেয়ে-পরে বাঁচতে হবে ?

সাংবাদিক বন্ধু বললেন , তারপরেও আছে।

আমি অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

তিনি বললেন---পত্রিকা বের না হোক, সরকারী লাইসেন্স বাগিয়ে কাগজ কিনে সেই কাগজ কালো-বাজারে বিক্রী করে লাভবান হচ্ছে। এর নাম কি সাংবাদিকতা ?

আমি কথা না বলে চুপ করে থাকলাম।

বন্ধু বললেন----তারপর দেখেন আমাদের দেশের সংসদ নির্বাচনের হালচাল। আমি সংক্ষেপে যা বুঝি, তা হলো, আপনি দেশের সেবা করবেন। সেটা অতি উত্তম কথা। সেজন্য আপনাকে এম.পি. হতে হবে কেন ? এম.পি. না হয়েও দেশ-সেবা করা যায়।

আমি বাধা দিয়ে বললাম----এটা কি বলছেন ? এম.পি. না হলে কিভাবে তাঁরা সেবা করবেন ?

বন্ধু বললেন----আপনার বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়েছে। এম.পি. না হয়ে দেশ সেবা করা যায় না ?

আমি বললাম----আপনি বিষয়টি বুঝিয়ে বলুন।

www.pathagar.com

বন্ধু বললেন----একজন প্রার্থী কত খরচ করে জানেন ? এক কোটি হতে প্রায় দেড় কোটি টাকা। কেউ-কেউ আরও বেশী করেন। কি বিচিত্র এই দেশ ! আপনি দেশের সেবা করতে চান, সে-তো অনায়াসেই করা যায়। আপনার থানায় অথবা গ্রামে আপনি নিজের টাকায় স্কুল, কলেজ, মসজিদ তৈরি করে দিতে পারেন। রাস্তাঘাট পাকা করে দিতে পারেন। জনসাধারন আপনাকে মাথায় করে রাখবে। আসলে রাজনীতি এখন ব্যবসায়ে পরিনত হয়েছে। অর্থনীতির ভাষায় নির্বাচনের খরচ হচ্ছে ইনভেষ্টমেন্ট। এক কোটি টাকা খরচ করে তার ৩/৪ গুণ না তুললে ব্যবসা লাটে উঠবে। কিছু বুঝতে পারলেন ? তাহলে সৎ মানুষ আপনি কোথায় খুঁজে পাবেন ?

আমি হতাশ হয়ে বললাম----তাই-তো, কি করি এখন ? কোথায় যাই সৎ মানুষের খোঁজে ?

বন্ধু বললেন----গত ১৯/৩/২০০৪ তারিখে ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকায় একটা খবর প্রকাশিত হয়েছে। আপনি কি পড়েছেন ?

আমি অজ্ঞতা প্রকাশ করে বললাম----কি খবর ?

বন্ধু বললেন----এনার্জি প্রতিমন্ত্রী তিতাস গ্যাস কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের কাছে তাঁর সংস্থায় কার্যরত ১০-জন সৎ অফিসারের নামের তালিকা চেয়েছিলেন। কিন্তু এম.ডি. সাহেব সেই তালিকা দিতে পারেননি।

আমি অবাক হয়ে বললাম----বলেন কি ?

বন্ধু বললেন---হ্যাঁ এসব সত্যি কথা। খোঁজ নিয়ে দেখুন, শুধু তিতাস নয়; বিদ্যুৎ, বিমান, ওয়াসা সহ সবখানে একই অবস্থা বিরাজ করছে। আপনি এক কাজ করুন। আপনার গুরুকে বলুন সরকারের সাথে দেখা করতে।

আমি বললাম---দেখা করে কি হবে ?

বন্ধু হেসে বললেন---একটা নতুন মন্ত্রনালয় খোলার প্রয়োজন রয়েছে।

আমি বললাম---অনেক মন্ত্রনালয় রয়েছে। আবার প্রয়োজন কি ?

বন্ধু বললেন---প্রয়োজন আছে। এটার নাম হবে---"প্রাথমিক দুর্নীতি মন্ত্রনালয়"। দেশের যুব সমাজ এই মন্ত্রনালয় হতে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহন করবে। তারা দূর্নীতির ভাল-ভাল পথ আবিষ্কার করবে। তারপর

www.pathagar.com

ভালভাবে প্রশিক্ষিত হবার পরই তাকে চাকরী দেয়া হবে। এটা হবে একটা বিরাট প্রকল্প। এই প্রকল্পে কয়েক-শো শিক্ষিত বেকার চাকরী পাবে। দেশের বেকার সমস্যার কিছু সমাধান হবে।
আমি বললাম----দূর ! তাই হয় নাকি ?
তিনি বললেন---কেন হবেনা ? না হবার কি আছে ? এটা-তো ভাল প্রস্তাব।
আমি বললাম----বাদ দিন এসব কথা। এখন কোথায় যাব, কোথায়-কোথায় খবর নেব , আমাকে এ ব্যাপারে উপদেশ দিন।
তিনি বললেন---আপনি কি নিয়মিতভাবে খবরের কাগজ পড়ে থাকেন ? যদি পড়েন, তাহলে সৎ মানুষের খোঁজে আপনাকে কোথাও যেতে হবেনা।
আমি অবাক হয়ে বললাম----হেঁয়ালী বাদ দিন। আপনি দয়া করে বিস্তারিতভাবে বলুন।
তিনি সবকিছু খুলে বললেন। সবই জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সত্য খবর। সরকার থেকে শুরু করে কেউ আপত্তি তোলেননি। পাঠকদের সুবিধার্থে খবরগুলি নিচে উপস্থাপন করা হলো।

ক) ২০০১ হতে ২০০৫ সাল পর্যন্ত পরপর ৫-বছর বাংলাদেশ দুর্নীতিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।
টি.আই.বির রিপোর্ট অনুসারে পুলিশ এবং কাষ্টমস বিভাগ প্রথম স্থানে রয়েছে। এরপরে রয়েছে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য বিভাগ।

খ) মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। ঘুষ ছাড়া কোন কাজ হয়না। শিক্ষা অধিদপ্তরকে দুর্নীতিমুক্ত করতে সংসদীয় কমিটির সুপারিশ। (প্রথম আলো, ১৯শে মার্চ, ২০০৪)।

গ) সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের প্রাক্তন মন্ত্রী দু:খ করে এক সেমিনারে বলেছেন---"আমি অনেক চেষ্টা করেও এই মন্ত্রনালয়ে চলমান দুর্নীতির এক শতাংশও কমাতে পারিনি। তবে দুর্নীতির জন্য আমি গত দু-বছরে

www.pathagar.com

মোট ৩২ জন অফিসারকে সাসপেন্ড করেছি"। (ইনডিপেনডেন্ট ৩রা জুন ২০০৪)।

ঘ) এই খবরটি আরও সুন্দর। কারণ এটা এ্যকশন পিকচারের মত ফুল অব সাসপেন্স । স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নিজের নাম-ধাম লুকিয়ে বগুড়ায় গিয়েছিলেন শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতাল পরিদর্শন করতে। তিনি রোগীর দর্শনার্থী সেজে হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। তিনি প্রথমে জরুরি বিভাগে কার্যরত এক মেডিক্যাল অফিসারকে সালাম দিয়ে বলেন----স্যার আমি একজন রোগী নিয়ে এসেছি, একটু দেখবেন ? উত্তরে মেডিক্যাল অফিসার ধমক দিয়ে বলেন---এখানে রোগী নিয়ে কিসের কথা ? আমার চেম্বারে নিয়ে আসুন। ফি দেবেন , ভাল করে দেখে দেব। এরপর তিনি চলে যান ওয়ার্ডে। সেখানে কার্যরত নার্সকে বলেন----আপা রোগীদের মশারি দেন নাই ? নার্স ধমক মেরে বলেন---আপনি মশারির কি বোঝেন ? এরপর তিনি আরেক ওয়ার্ডে যান। সেখানে দেখেন এক চিকিৎসক টেবিলের উপর দু-পা তুলে মনের আনন্দে গান গাইছেন। মহাপরিচালক রোগী দেখার জন্য অনুরোধ করলে, চিকিৎসক তাকে ধমক দিয়ে বলেন---দেখছেন না, আমি বিশ্রাম নিচ্ছি। মহাপরিচালক তার নাম জিজ্ঞাসা করলে, চিকিৎসক তাঁকে ধমক দিয়ে বলেন----আপনের নাম দিয়া কাম কি ? (ইত্তেফাক, ৪ঠা জুন ২০০৪)।

ঙ) অর্থমন্ত্রী কাষ্টমস অফিসারদের সাথে আলোচনাকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন---"সর্বত্রই দুর্নীতি রয়েছে। শিক্ষক, পুলিশ দুর্নীতিবাজ। শিক্ষকরা একজনের নাম তিন জায়গায় ভর্তি দেখিয়ে টাকা আত্মসাৎ করে। কাজেই কাষ্টমসে আমি ফেরেস্তা পাবো কোথায়" ?
(ইত্তেফাক , ১৬/৭/০৪)

www.pathagar.com

চ) অতি সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশ রেলওয়ে সম্পর্কে বলেছেন---" রেলওয়ের কোন মা-বাপ নেই। কত টাকা আয় আর কত টাকা ব্যয়, কোন হিসেব নেই।" (যুগান্তর---৭/৭/২০০৫)

আমি হা করে বন্ধুর সব কথা শুনছিলাম। তাঁর সব কথা আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। আমি গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে বন্ধুর বাসা থেকে বেরিয়ে এলাম। চিন্তার সমুদ্রে সাঁতার কাটতে-কাটতে নিজের বাসার দিকে হেঁটে চলেছি। এমনি সময় ফুটপাতে বসে থাকা একটা ফকিরের কর্কশ কণ্ঠস্বরে আমি চমকে উঠলাম।

ফকিরটি বললো----বাবা আমি অন্ধ, সারাদিন কিছু খাইনি-ক্যা। একটা টাকা দিবেন বাবা ?

আমি অবাক হয়ে তাকালাম তার কণ্ঠস্বর শুনে। ভালভাবে তাকিয়ে দেখলাম। হ্যা চিনতে পেরেছি।

বললাম----কি ব্যাপার ? গতকাল মগবাজার মোড়ে তোমাকে আমি টাকা দিয়েছি। তখন ছিলে খোঁড়া। একটা লাঠিতে ভর দিয়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়েছিলে। আজ অন্ধ হলে কি করে ?

ফকিরটি মুচকি হেসে বললো----কি করবো স্যার ? দৈনিক খোঁড়া হইলে আমার চইলবো কি কইরা ? তাই আজ অন্ধ হয়েছি। আগামীকাল ডান হাত খুঁজে পাইবেন না।

রাগে অন্ধ হয়ে আমি হন্-হন্ করে হাঁটতে থাকলাম। মাথায় ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে-----সততা শব্দটির অর্থ কি ? মাটিতে না আকাশে এর অবস্থান ? এর নিবাস কোন্খানে ? আমার মাথা ঘুরছিল। প্রায় ত্রিশ মিনিট হাঁটার পর বাসায় এসে পৌছালাম। ক্লান্ত দেহে সার্ট-প্যান্ট খোলার সময়েই ব্যাপরটি প্রথমে আমার চোখে পড়লো। আমি অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম----আমার মানিব্যাগটি নেই। পথে এটা পকেটমার হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

পাতাল রেল মনোরেল

গুরু আমাকে প্রশ্ন করলেন, জট কত প্রকারের এবং কি-কি ? আমার গুরুকে আপনারা চিনবেন না। হঠাৎ করে , যে কোন সময়ে গুরু প্রশ্ন করে আমাকে পরীক্ষা করেন। আমাকে সঠিক উত্তর দিতে হয়। উত্তর সঠিক না হলে তিনি মাইন্ড করে থাকেন। মুখ খিস্তী করে গাল দেন। আমি চুপ করে থাকি। অবশ্য পরে তিনি সঠিক উত্তর আমাকে বলে দেন। যেমন এখন বললেন জট কত প্রকারের। আমি প্রশ্নটার অর্থ বুঝে ফেলেছি। এখানে জট বলতে তিনি ট্রাফিক জ্যামকে বোঝাচ্ছেন। তাই আমি বললাম----গুরু, জ্যাম বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন:-

ক) বিশ্ববিদ্যালয়ে সেসন জট।

খ) মানব জট।

গ) রিক্সা জট।

ঘ) যানজট।

ঙ) মামলা জট।

চ) বিদ্যুৎ জট ইত্যাদি।

গুরু বললেন----সাবাস। কিন্তু বিদ্যুৎ জট কি ? এটাতো বুঝলাম না। আমি বললাম---একটা দৈনিক পত্রিকায় একটা ছবি ছাপা হয়েছিল। ছবির নিচে ক্যাপসন ছিল----এটা মাকড়শার জাল বলে কেউ ভুল করবেন না। বৈদ্যুতিক তার এভাবে জট পাকিয়ে রয়েছে, দেখার কেউ নেই। শুধু যে বিদ্যুতের ঘাপলা হতে পারে, তাই নয়। এতে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

গুরু বললেন----ঠিক বলেছো। তবে সবচেয়ে মারাত্মক জট কোনটি ?

আমি উত্তর দিলাম----দৈনিক পত্রিকার মতে যানজট।

www.pathagar.com

গুরু খুশী হলেন। ঢাকার ভয়াবহ যানজট সবারই কম-বেশী জানা আছে। কখন বাসা হতে বের হবেন, আবার গন্তব্যস্থলে কখন পৌছাবেন, কেউ নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারেন না। একবার একটা কোষ্টারে চড়ে মতিঝিলে যাচ্ছি। সোনারগাঁও হোটেলের সামনে এসে যানজটের পাল্লায় পড়লাম। চালক ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েছে। তীব্র তাপদাহ। তার উপর কোন বাতাস নেই। জীবন ওষ্ঠাগত প্রায়। এক তরুন খুব রসিক। প্রায় ১৫-মিনিটের মাথায় কন্ডাকটরের উদ্দেশ্যে তরুনটি বলে উঠলো----ঐ মিয়া তোমার মালিক কেডা ?
কন্ডাক্টর---তাতে আপনের কি কাজ ?
তরুন---ফির‍্যা আইসা তোমার মালিককে কইবা, কোষ্টারে চায়ের ব্যবস্থা রাখতে। এতে ডবল প্রফিট। আমার কতা বুঝতি পারতেছো ?
ঢাকা মহানগরীতে যানজটের কোন মা-বাবা নেই। যে যেদিকে পারছে, সেদিক দিয়ে ঢুকে পড়ছে। এর কুল-কিনারা নেই। এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

পৃথিবী নড়ে-তো , জ্যাম নড়েনা। কেউ নিয়ম মানে না। ট্রাক, বাস, লরী, কোষ্টার রিক্সা, সাইকেল, ঠেলাগাড়ী, ভ্যান, মোটর সাইকেল সব ছুটে এসে খালি জায়গা ভরে ফেলছে। ট্রাফিক পুলিশ বাঁশী বাজায়। কিন্তু কেউ তার কথা শোনেনা। চারদিকে ওড়ে কাঁলো ধোয়া। মাথার উপরে জ্বলছে চৈত্রের জ্বলন্ত সূর্য। যানজটের স্থানটি ক্রমশঃ হয়ে ওঠে নরক। গরীব, উন্নয়নশীল এবং পিছিয়ে পড়া দেশগুলির অবস্থা মনে হয় এই যানজটের মতই। গরীব এবং পিছিয়ে পড়া দেশের সমস্যা এই যানজটের মতই শুধু বাড়তে থাকে। ফলে গরীব দেশের কোন সমস্যা কখনই দূর হতে চায়না। যানজটের মত স্তুপ হতে থাকে বিভিন্ন সমস্যার জট।

জনসাধারন নেতাদের ভোট দেন তাদের সুখ, শান্তি এবং কল্যাণের জন্য। ফলে ক্ষমতায় যে দল আসেন, তারা মনে করেন এসব

www.pathagar.com

মূর্খ জনসাধারনের জন্য একটা কিছু করতে হবে। নইলে পরের বার ভোট পাওয়া যাবেনা। কিছু করতে না পারলেও "করছি-করছি" এমন একটা অভিনয় করতে হবে। সবাই জানেন যে আমাদের দেশের নেতাদের অভিনয় ক্ষমতা অপরিসীম। তারা এমন অভিনয় করেন যে উত্তম কুমার বেঁচে থাকলে তিনিও অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। যখন যে দল ক্ষমতায় আসেন, তাঁরা চমৎকার অভিনয় করে ৫-বছর কাটিয়ে দেন। তারপর ক্ষমতায় না গেলেও পল্টন ময়দানে বক্তৃতায় গলাবাজি করে থাকেন। তাঁরা এভাবে বলে থাকেন-----ভাইসব, আপনারা আমাদের "সংগ্রামী শুভেচ্ছা" গ্রহন করুন। আমরা আপনাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য "দিনরাত" কাজ করে যাচ্ছি। আমরা ক্ষমতায় থাকলে এই কাজটা অবশ্যই করতাম। এই প্রসঙ্গে ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর ভাষনের একটা উধৃতি উপস্থাপন করা যেতে পারে। তাঁর এই সাহসী বক্তব্যের জন্য অনেক ধন্যবাদ। বিগত ২৬/১/২০০৪ তারিখে তিনি জাতীয় সংসদে ভাষন দেন। এই ভাষনে তিনি বলেন---- "আমরা ৫-বছরের জন্য ক্ষমতায় আসি। তারপর রকম-সকম করে জনগনকে ভাওতা দিয়ে এই সময়টা কাটিয়ে দেই"।

যাই হোক , পূর্বের কথায় ফিরে আসি। আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় ছিল , তখন শীর্ষ নেতারা চিন্তা করলেন , যানজটের উপর একটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে। যাতে পাবলিক "ট্যারা" হয়ে যায়। তাঁরা ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিলেন, যানজট নিরসনকল্পে ঢাকায় ***"মনোরেল"*** চালুর ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। মনোরেল কি বস্তু? একটু ব্যাখ্যা দেয়া যাক। মহানগরীতে যে সকল রাস্তা-ঘাট আছে, এর পাশ দিয়ে ৩০ থেকে ৬০ ফুট উচ্চতায় ট্রেন লাইন তৈরি করা হবে। আমার গুরু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন----পাগল কত প্রকারের ? এইটার উত্তর কাল সকালে দেবে। এর জন্য খরচ ধরা হলো ৩২৩৮ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। প্রথম পথটি সদরঘাট হতে শুরু করে গুলিস্তান, শাহবাগ ক্রসিং, সায়েন্স ল্যাব এবং আসাদ গেট হয়ে গাবতলী পর্যন্ত যাবে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পথটি গুলিস্তান হতে শুরু করে শাপলা চত্বর, মালিবাগ, মগবাজার, ফার্মগেট হয়ে আসাদ গেট পর্যন্ত আসবে। মহানগরীর প্রধান রাস্তার উপর দিয়ে ট্রেনের লাইন বসান হবে------সুতরাং এটা শুধু বিশাল ব্যাপারই নয়, এটা একটা উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা বলে একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক মন্তব্য করেন। ব্যাপারটা নিয়ে পাঠক-পাঠিকা একটু ভাবুন। একটু চিন্তা ভাবনা করলে মাথা এবং মেধা উর্বর হয়ে থাকে। সিদ্ধান্তটা কখন নেয়া হলো ? নতুন নির্বাচনের মাত্র ৬/৭ পূর্বে। যাতে কাজ শুরু করার পূর্বেই নির্বাচন এসে যায়। মনোরেল সম্পর্কে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষনে বলেছিলেন-----"আমরা জনগনের বাড়তি সুযোগ-সুবিধা দানের উদ্দেশ্যে এই চিন্তা-ভাবনা করছি। এই ধরনের বিশাল প্রকল্প যেন নির্মানের কোন পর্যায়ে বন্ধ না হয়ে যায়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য তিনি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন"(ইত্তেফাক এবং যুগান্তর , ৩০/১১/২০০০)।

যা হবার তাই হয়েছে। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে হেরে গেছে। এখন এসেছে বিএনপি জোট সরকার। জনসাধারনের অত্যন্ত দূর্ভাগ্য তাদের মনোরেলে চড়া হলোনা। কিন্তু তারা মনের আনন্দে গান গাইছেন------- মনো--রে----।

এরপর আমরা দেখবো, এই বিষয়ে বিএনপি জোট সরকারের চিন্তা-ভাবনা। সন্ত্রাস দমন, দারিদ্র বিমোচন, খাদ্যশষ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি গালভরা নির্বাচনী শ্লোগান সহকারে তাঁরা সরকার গঠন করেছেন। আওয়ামী লীগের মত তাঁরাও ভাবছেন, আমাদের রয়েছে গাধা মার্কা জনসাধারন। এদেরকে ভেলকী দেখানো কোন ব্যাপার নয়। শুধু ভেলকীতে কাজ হবেনা। আরও বেশী-কিছু দেখানো প্রয়োজন। যাতে তারা অন্তত: আগামী নির্বাচন পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকে। আওয়ামী লীগ *"মনোরেল"* তৈরী করতে গিয়ে ডিকবাজি খেয়েছে। কি করা যায় ? এমতবস্থায় প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায় থেকে শলা-পরামর্শ করে একটা ভাল জিনিস উদ্ভাবন করা গেল। জাতীয় পত্রিকায়

www.pathagar.com

বিবৃতি দেয়া হলো এই মর্মে যে সরকার এবার তৈরি করবেন---***পাতাল রেল***।

আমার গুরু বললেন---- তোমার মনোরেল একটা জিনিষ হলো? পাতাল রেলই আসল জিনিষ। যখন-তখন তুমি পাতালে চলে যেতে পারবে। আর যদি ভাত তরকারি আর পানি নিয়ে নামতে পারো, তাহলে পাতালে কয়েকদিন কাটিয়ে দিয়ে আসতে পারবে। আচ্ছা, তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম পাগল কত প্রকারের। উত্তরটা এখনও আমি পাইনি।

বিগত ২৩/৩/২০০৪ তারিখে সাংসদ দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর এক প্রশ্নের জবাবে যোগাযোগ মন্ত্রী সংসদে বলেন---"সরকার ঢাকা মহানগরীতে পাতাল রেল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহন করেছে। এর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ঢাকা মহানগরীতে ভূতল / পাতাল রেল ট্র্যানজিট সিস্টেম নির্মান সংক্রান্ত একটি প্রকল্প সারপত্র পরিকল্পনা কমিশন বিবেচনা করছেন। এই প্রকল্প শেষ হতে সময় লাগবে প্রায় ৩-বছর এবং খরচ হবে ২০০০ কোটি টাকা। এই পাতাল রেলপথ মোট ৪৫ কিলোমিটার দীর্ঘ হবে। প্রস্তাবিত রেলপথে যে সকল স্থানে যাত্রীরা উঠানামা করতে পারবে----যে সব স্থান হচ্ছে গাবতলী এবং -- পল্লবী হতে শুরু করে ঢাকার প্রধান-প্রধান স্থানে এই রেলগাড়ী থামবে এবং যাত্রী ওঠাবে। (প্রথম আলো এবং ইত্তেফাক, ১৬/১/০৪ এবং ২০/১/০৪)। আলহামদুল্লাহ !

কি দারুন মজা হবে। আমি থাকি মোহাম্মদপুরের তাজমহল রোড এলাকায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া আমার একটা ছেলে আছে।

সে তার মাকে জড়িয়ে ধরে বললো------এবার আপনাকে আর চিন্তা করতে হবেনা। বাসা থেকে বেরিয়ে সোজা পাতালে চলে যাব। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়। কিছু বুঝলেন ?

মা বললেন----পাতালে যাবার আমার খুব শখ। কোনদিন হঠাৎ মারা যাই, কোন ঠিক নেই।

www.pathagar.com

ছেলে আশ্চর্য হয়ে বললো-----পাতালের সাথে মারা যাবার কি সম্পর্ক রয়েছে ?

মা বললেন----পাতালে ঢুকে আরও নিচে নামতে চাই। আরও নিচে কি আছে দেখতে চাই।

ছেলে বললো----আমি বলছি পাতাল রেলের কথা।

মা বললেন----খবরদার খোকা, ওসব রেলে উঠবিনা। এমনি সাধারন রেলগাড়ীই ভাল।

বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত মেরিটোরিয়াস। মানুষের মেরিট, জ্ঞান অথবা মেধা জাতীয় সম্পত্তি। একে অবহেলা অথবা অপচয় করার কোন উপায় নেই। মেধার অপচয় মানে জাতীয় সম্পত্তির অপচয়। সকলের উচিৎ একে যেমন করে হোক ধরে রাখা। আমাদের সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি বিগত ১৯শে জুন, ২০০৩ সালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত (Magnetic train) চুম্বক ট্রেন চালুর পরিকল্পনার কথা ঘোষনা করেন। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রেলপথের দৈর্ঘ্য ২৭৬ কিলোমিটার। প্রকল্পটি শেষ করতে সময় লাগবে প্রায় দু-বছর। মোট খরচ হবে ৩-হাজার কোটি টাকা। প্রয়োজনে বিদেশের সাহায্য গ্রহন করা হবে। (প্রথম আলো, ২১/৮/২০০৩)।

অপরদিকে আমাদের অর্থমন্ত্রী একদম নিরস ব্যক্তি। সহজ-সরল বলে মুখে যা আসে, তাই তিনি বলে ফেলেন। কৌতুক করতে তিনি জানেন না। চুম্বক ট্রেনের সম্পর্কে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন----ম্যাগনেটিক ট্রেন বাংলাদেশের জন্য মোটেই উপযোগী নয়। তিনি আরও বলেছেন, ম্যাগনেটিক ট্রেন প্রকল্প সরকার এখনও গ্রহন করেননি। (ইত্তেফাক , ১২/৮/২০০৩)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী (তামান্না তাবাসসুম) আমাদের অর্থমন্ত্রীর থেকে অনেক বেশী কৌতুক প্রিয়। ছাত্রীটি তার প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছে----আমাদের মনে হয় , চুম্বক ট্রেনের প্রতি প্রচন্ড

www.pathagar.com

আকর্ষন থেকেই তিনি একথা বলেছেন। তার এই নিরলস প্রচেষ্টা ও বিরল অধ্যবসায়ের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। কিন্তু একটি বাস্তব-বর্জিত প্রকল্পের পেছনে তাঁর উদ্যম এবং অধ্যবসায়ের অপচয় হোক , তা আমরা কেউ চাইনা। যোগাযোগ মন্ত্রী একের পর এক ভুল ও অসত্য তথ্য দিয়ে জনসাধারনকে বিভ্রান্ত করছেন। তিনি যদি জনগনকে রাম বোকা মনে করে থাকেন, তাহলে তাঁকে শুধু একটা কথাই বলতে চাই। তা হলো---
--You may befool some people for all time and all people for some time but not all people for all the time. (প্রথম আলো, ২২/৮/২০০৩)। তাবাসসুম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

এরপর কোন্ সরকার আসবেন, কেউ জানেন না। জনসাধারন যাদের ভোট দেবেন, তারাই সরকার গঠন করবেন। তারা এসে হয়তো বলবেন এসব রেল-ফেল সব বাজে ব্যাপার। আমরা জনগনকে ভালবাসি বলেই তারা আমাদেরকে ভোট দিয়েছেন। তাদের সুবিধার জন্য আমরা হেলিকাপ্টারের ব্যবস্থা গ্রহন করবো। পুরানো এয়ারপোর্টের কাছে একটা নতুন হেলিপ্যাড নির্মান করা হচ্ছে। হেলিপ্যাড থাকলে কথাই নেই। শুধু কয়েক ডজন হেলিকাপ্টার কিনে নিতে হবে। আলহামদুল্লিাহ্ !

www.pathagar.com

বুদ্ধিজীবী সমাচার

সকলেই জানেন যে উন্নতি ও উন্নয়নে বুদ্ধি ও মেধার কোন বিকল্প নেই । বর্তমান বিশ্বের উন্নতির পেছনে বুদ্ধি এবং মেধার ভূমিকাই সবচেয়ে বেশী। মানব সভ্যতার বিকাশ একটি অন্তহীন প্রক্রিয়া যার অনুসন্ধান ও চর্চা থেমে নেই। তবে মানুষের বুদ্ধি ও জ্ঞানচর্চার সুফল অর্জিত হয় ধীরে-ধীরে। মানুষ সহজে নতুন কিছু খুব একটা গ্রহন করতে চায়না। সুশিক্ষা, সুচিন্তা ও জ্ঞানের চেয়ে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অজ্ঞানতা ও নির্বুদ্ধিতাই বেশী প্রধান্য পায়। ইনটেলেকচুয়াল (Intellectual) শব্দটির বাংলা অর্থ বুদ্ধিজীবী । বাংলা অভিধানে বুদ্ধিজীবী শব্দটির অর্থ এভাবে দেয়া হয়েছে :

ক) ধীমান / অতিশয় জ্ঞানী
খ) অতিশয় বুদ্ধিমান
গ) মেধা সম্পন্ন
ঘ) ধীশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি
ঙ) অতিশয় বিচক্ষণ

অক্সফোর্ড অভিধানে বলা হয়েছে------A person possessing a high level of intelligence **অথবা** A person having a highly developed intellect or merit. সুতরাং পাঠক-পাঠিকা বুঝতেই পারছেন, বুদ্ধিজীবী শব্দটাই একটা ছোট-খাটো ভূমিকম্পের মত। একজন বুদ্ধিজীবীর সাথে ওঠা-বসা করা, কথাবার্তা বলা, তাঁদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো একটা মহা সৌভাগ্যের ব্যাপার। এই সৌভাগ্য যাদের হয়নি, তারা বুঝতেও পারবেন না এর গভীরতার স্পর্শ।

আমার একজন গুরু আছেন। বুদ্ধিজীবী বলতে কি বোঝায়, এরা কোথায় বসবাস করেন, কি খান, কি করে নিদ্রা যান ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন

www.pathagar.com

করতে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম। ফলে সবকিছু বিশদভাবে জানার জন্য আমি এক শুক্রবার সকালে গুরুর কাছে গেলাম।

গুরু আমাকে দেখে বললেন----কি খবর, কেমন আছো ?

আমি বললাম----ভাল আছি। আমি একটা জরুরি বিষয়ে জানার জন্য আপনার কাছে এলাম।

গুরু বললেন----তোমাকে দেখেই তা বুঝেছি। বলে ফেল, আমি খুব ব্যস্ত।

আমি বললাম---গুরু বুদ্ধিজীবী কাকে বলে ?

গুরু গম্ভীর হয়ে দু-মিনিট বসে থাকলেন। তারপর বললেন----এর সঠিক কোন ব্যাখ্যা নেই।

আমি বললাম----এ কথার মানে ?

গুরু বললেন----কেউ হয়তো বুদ্ধিজীবী । কেউ আবার ভান করেন। মুষ্টিমেয় যারা সত্যিকারের বুদ্ধিজীবী---তাদের কেউ পাত্তা দেয়না।

আমি বললাম----গুরু একটু বুঝিয়ে বলুন।

তিনি বললেন----তুমি কি জান বুদ্ধিজীবী কত প্রকারের এবং কি-কি ?

আমার অজ্ঞতা সম্পর্কে গুরু সব জানেন। আমি না বলাতে তিনি একটা উচ্চাঙ্গের হাসি উপহার দিলেন। তারপর বললেন----বুদ্ধিজীবী মোট ৭-প্রকারের। তুমি নোট করে নাও।

১) উচ্চাঙ্গের বুদ্ধিজীবী
২) নিম্নাঙ্গের বুদ্ধিজীবী
৩) পা-চাটা বুদ্ধিজীবী
৪) রমণীসঙ্গ বুদ্ধিজীবী
৫) মোসাহেব বুদ্ধিজীবী
৬) সফরসঙ্গী বুদ্ধিজীবী
৭) বিবৃতিদানকারী বুদ্ধিজীবী

আমি বললাম, গুরু এতো আনলাকি সেভেন। এরা কি শুধু আমাদের দেশের ?

www.pathagar.com

গুরু খেঁকিয়ে উঠে বললেন, লন্ডন আমেরিকার সাথে আমাদের সম্পর্ক কি? আমি সব সময় বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গবেষনা করে থাকি। বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে আমি আজ প্রায় ৮-মাস গবেষনা করছি। আমার কাজ শেষ, এখন লেখা শুরু করেছি।

গুরুর লেখার কথা শুনে আমি খুব উৎসাহিত বোধ করলাম।

আমার গুরু অত্যন্ত রাগী কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তি।

তবু আমি ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, গুরু উচ্চাঙ্গের বুদ্ধিজীবী কি জিনিষ ?

গুরু বললেন---এরা উচুতে থাকতে ভালবাসেন। মধ্যে-মধ্যে এরা ভেসে বেড়ায়।

আমি ভয়ে-ভয়ে বললাম---ভেসে বেড়ায় ? এদের কি পাখা আছে ?

গুরু রেগে গিয়ে বললেন---তুমি একটা ছাগল। এখানে ভাসা মানে, এদের সকালে যদি দেখ সংসদ ভবনের সামনে, বিকেলে দেখবে মুক্তাঙ্গনে। সন্ধ্যায় দেখবে প্রেস ক্লাবের সামনে।

আমি বললাম---বুঝেছি। আর নিম্নাঙ্গের বুদ্ধিজীবী কারা ?

গুরু বললেন---এরা হলো সেইসব বুদ্ধিজীবী যারা উচ্চাঙ্গ বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ছায়ার মত মিশে থাকেন। উচ্চাঙ্গরা যখন ভেসে বেড়ায়, এরা সাথে-সাথে থাকেন। মাথায় যাতে রোদ না লাগে, সেজন্য মাথার উপর ছাতি ধরে থাকেন।

ভাবলাম বাকীগুলি সম্পর্কে গুরুর কাছ থেকে জেনে নেই। কারণ আমার অজ্ঞতা নিয়ে আমি খুব লজ্জিত এবং বিব্রত। তাই ভয়ে-ভয়ে বললাম----অন্য বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।

গুরু এবার একটা উচ্চাঙ্গের হাসি উপহার দিয়ে বললেন----শোন তবে গাধা মহাশয়। এই বলে তিনি তার বয়ান শুরু করলেন :-

পা-চাটা বুদ্ধিজীবী হলো তারাই----যারা সব সময় বসের পা চেটে থাকেন। বস অন্যায় বলুক অথবা ভুল বলুক, সেটা কোন ব্যাপার নয়।

www.pathagar.com

এসব বুদ্ধিজীবীদের মুখে সব সময় লেগে থাকে---জি স্যার। আপনি স্যার ঠিকই বলেছেন।

রমণীসঙ্গ বুদ্ধিজীবী তারাই--যারা সর্বদা রমণীসঙ্গ ভালবাসেন। রমণী পেলে এরা পৃথিবীর সবকিছু ভুলে যান। তসলিমা নাসরিন এদের সম্পর্কে কি বলেছে শোন--"এ দেশের বুদ্ধিজীবীরা গোপনে মেয়ে নিয়ে ঘোরাফেরা করে থাকেন। তারা মেয়েদের কানে-কানে ঘনঘন বলেন, ভালবাসি। কিন্তু প্রকাশ্যে কখনো বলেন না।" (নির্বাচিত কলাম, পৃষ্ঠা-১৪)। তুমি অবাক হবে যে এই বইটি প্রায় ৮/১০ বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু প্রকাশিত হবার পর কোন বুদ্ধিজীবী প্রতিবাদ করেন নি।

মোসাহেব বুদ্ধিজীবীরা সব সরকারের আমলে খুব ভাল তবিয়তে থাকেন। এরা সারামুখে একটা বুদ্ধি-বুদ্ধি ভাব এনে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সব মন্ত্রীদের সাথে ঘুরে বেড়ান। মন্ত্রীরা কোন ব্যাপারে হয়তো কিছু মন্তব্য করলেন। এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ার জন্য তিনি সফরসঙ্গী বুদ্ধিজীবীর দিকে তাকান। বুদ্ধিজীবী সাথে-সাথে বলেন---আলবৎ। এমন যুক্তির (অথবা প্রযুক্তির) কথা তিনি সারাজীবন শোনেননি। এরা মোসাহেবী করতে অত্যন্ত ভালবাসেন। ফলে এসব বুদ্ধিজীবীরা সব সময় মন্ত্রী অথবা প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হয়ে বিদেশে ঘুরে বেড়ান।

বিবৃতি প্রদানকারী বুদ্ধিজীবীদের তুমি-তো চেনই। এদের দেখে মনে হয়, এরা বিবৃতি দেবার জন্য জন্মগ্রহন করে থাকে। এদের কাছে বিভিন্ন প্রকারের বিবৃতি আগে-ভাগে লেখা থাকে। কোন একটা ঘটনা অথবা দূর্ঘটনা ঘটলে এরা প্রেসে বিবৃতি পাঠিয়ে দেন। তবে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবে, এরা কোন কারণেই ভারতের বিরুদ্ধে বিবৃতি দেন না।

তাকে থামিয়ে আমি মাঝপথে বললাম----ভারতের বিরুদ্ধে বিবৃতি কেন দেন না ?

গুরু বললেন---তুমি একটা ছাগল। এরা ভারতের মোসাহেবী করে থাকে। দেখছো না, ভারতের নদী সংযোগ প্রকল্পের কারণে বাংলাদেশ মরুভূমি হয়ে যেতে পারে। সারা দেশের লোকের মুখ শুকিয়ে গেছে।

www.pathagar.com

কিন্তু এরা ভারতের এই অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোন বিবৃতি দেয়নি।

আসলে বিবৃতি যে কিভাবে দিতে হয়, আমার নিজের তা জানা নেই।

তাই ঐ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে আমি বললাম---গুরু আপনি এইযে বুদ্ধিজীবী-বুদ্ধিজীবী করছেন, এরা কি আলাদা প্রাণী ? এদের বসবাস কোথায়, মানে বাংলাদেশের কোথায়-কোথায় এদের বসবাস ?

গুরু খেঁকিয়ে উঠে বললেন----তোমাকে গাধা বলে জানতাম। এখন বুঝলাম তুমি একটা রাম ছাগল।

আমি বিনীতভাবে বললাম---আমি সত্যি জানিনা।

গুরু একটু শান্ত হয়ে বললেন----এরা সবাই বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী । দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, সচিবালয়, মেডিক্যাল কলেজ যেখানেই যাও, তুমি এদের দেখা পাবে। আগে কিছু কম ছিল, এখন শুনছি লক্ষ-লক্ষ বুদ্ধিজীবী। সমস্ত ঢাকা মহানগরীতে এরা কিলবিল করছে।

আমি বললাম----এরা দেখতে কি রকম ?

গুরু বললেন---তুমি একটা বিশ্ব গাধার মত কথা বলছো।

আমি রাগ করে বললাম----আপনি আমাকে আগে গাধা বলেছেন, আমি মাইন্ড করিনি। এখন বলছেন বিশ্ব গাধা। গুরু, বিশ্ব গাধা বলে কিছু নেই। ভারত থেকে অলরেডি গাধা এসে পড়েছে। আপনি আমাকে ভারতীয় গাধা বলতে পারেন।

গুরু হেসে বললেন---ঠিক আছে, রাগ করোনা। যা বলছিলাম, বুদ্ধিজীবীরা দেখতে আবার কি রকম হবে ? এরা আমাদের মত মানুষ। চব্বিশ ঘন্টা কেউ-কেউ পাজামা-পানজাবী পরে থাকেন। কাঁধে থাকে খদ্দরের চাদর। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সারা বছরই এই চাদর তারা কাঁধে ঝুলিয়ে রাখেন। আবার কোন-কোন বুদ্ধিজীবীর মেয়েদের মত কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল রয়েছে। তাদের ধারনা এই চুলের মধ্যেই নাকি সব বুদ্ধি লুকিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

গুরুর কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার সবকিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

তিনি আবার বললেন-----তুমি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনাষ্টাইনের নাম শুনেছ ? তাঁর দেশের লোক কিন্তু তাঁকে বুদ্ধিজীবী বলতো না। তিনি নিজেকে কি ভাবতেন জানো ? তাঁর কথার উধৃতি দেই------

"আমি এখনও সমুদ্রের ধারে বসে নুড়ি কুড়াচ্ছি।"

আমি প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বললাম----আপনি আগে বলেছেন, বুদ্ধিজীবীদের খুব দাম।

গুরু বললেন----ঠিকই বলেছি। এরা প্রাণীজগতের মূল্যবান জিনিষ।

আমি বললাম----গুরু, অর্থমন্ত্রী বলছেন যে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে বিদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করতে হবে। একটা কাজ করলে হয়না ?

গুরু হেসে বললেন----তুমি বোধহয় রপ্তানি বাণিজ্যের কথা বলছো।

আমি বললাম----আপনি ঠিকই ধরেছেন।

গুরু বললেন---এটা ভাল বুদ্ধি। আমাদের দেশে কিলবিল করছে বুদ্ধিজীবী। একটা গরীব দেশের জন্য এত বুদ্ধিজীবী, ভাবাই যায়না। মোট বুদ্ধিজীবীর মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ বিদেশে রপ্তানী করতে পারলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যেত।

আমি বাঁধা দিয়ে বললাম---সব রপ্তানী করা বোধহয় ঠিক হবেনা।

গুরু হেসে বললেন---না, টেন পার্সেন্ট দেশেই থেকে যাবে। আমাদের এতেই চলবে।

আমি বললাম----গুরু, এই ব্যাপারে কিছু করা যায় কিনা ভেবে দেখা যায় না ?

গুরু বললেন----দেখাদেখির কিছু নেই। আমার গবেষনা শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ফিনিশিং-এ আমি সরকারকে এই বিষয়ে বিশেষভাবে অনুরোধ করবো। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে তাঁরা আমার অনুরোধ রক্ষা করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

www.pathagar.com

হাঁটুতে আঘাত মাথায় ব্যান্ডেজ

চৈত্র মাসের দুপুর। চারদিকে কাঠ ফাঁটা রৌদ্র আর চিমসে গরম। এমন দিনে কিছুই ভাল লাগেনা। ভাত খাবার পরে দুপুরে একটু শুয়েছিলাম, ফুল স্পীডে ফ্যান ঘুরছে, কিন্তু কোন কাজ হলোনা। আড়মোড়া ভেঙ্গে বিছানায় উঠে বসলাম। তাকিয়ে দেখলাম গুরু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। মনে-মনে ভাবলাম কোন ঘাপলা আছে।
গুরু আমাকে বললেন, মাথায় আঘাত হাঁটুতে ব্যান্ডেজ নাকি হাঁটুতে আঘাত মাথায় ব্যান্ডেজ ? কোনটা ঠিক বলে তুমি মনে করো ?
আমি বললাম---গুরু আমার কাছে সবকিছু উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে। আসলে আমার মনে হয়, যেখানে আঘাত, সেখানেই ব্যান্ডেজ থাকার কথা।
গুরু বললেন---তুমি বুঝবে কি করে আসলে কোথায় আঘাত লেগেছে, আর ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে কোথায়, একমাত্র চিকিৎসকরা বলতে পারবেন।
আমি বললাম---গুরু, আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি এত কথার প্যাঁচ বুঝিনা। যেখানে আঘাত সেখানেই ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে।
গুরু আমার দিকে তাকিয়ে তার নেই রহস্যময় হাসিটা হাসলেন।
আমি ভাবলাম"কিন্তু" আছে। তাহলে সেটা কি ?
সেই হাসি মুখে নিয়ে গুরু এবার বললেন---একটা গল্প বলি শোন। তাহলে উত্তরটা তুমি পেয়ে যাবে।

বৃটিশ জাতিকে তুমি চেন। এরা ভদ্র এবং শিক্ষিত। এরা কোন আলোচনা সভায় অথবা ভোজ সভায় উপস্থিত হয়ে খাদ্য গ্রহনের আগে আমন্ত্রিতদের মধ্য হতে কেউ না কেউ একটা কৌতুক পরিবেশন করে থাকে। এসব কৌতুক আমাদের দেশের মত সুন্দর কৌতুক নয়। এক কথায় বলা যেতে পারে এগুলি মোটামুটি "জলো কৌতুক"। এমন সব হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়ে তারা খাদ্য গ্রহন করে থাকেন।

www.pathagar.com

এমনি একটা ভোজ সভার কথা বলছি। আলোচনা পর্ব শেষ হবার পর, এক তরুণ যুবক উঠে দাঁড়াল একটা কৌতুক পরিবেশন করবে বলে। এখানে তোমাকে বলে নেই, এই গল্পের সব চরিত্র বিদেশী। কিন্তু পাঠকদের সুবিধার্থে আমরা বাংলাদেশী নাম ব্যবহার করবো। ধরা যাক যুবকটির নাম বিস্ময়।

বিস্ময় তার কৌতুক পরিবেশন করলো। সেটা এই রকম :

বৃটিশ সেনা বাহিনীতে এক তরুণ সৈনিক কাজ করে। সে সৈনিক হলেও খুব ভীতু। দু-বছর চাকরী করার পর সে চিন্তা করলো আর চাকরী করা যাবেনা। এই জীবন আমার নয়। এখন পদত্যাগ করে পালাতে হবে এবং সোজা মায়ের কাছে চলে যাবে। কিন্তু সে চিন্তা করলো, শুধুমাত্র পদত্যাগ করলেই হবেনা। খুব জোরালো কারণ থাকতে হবে। নইলে পদত্যাগ পত্র জেনারেল গ্রহন করবেন না।

তাহলে কি করা যেতে পারে ? সৈনিকটি অধীর হয়ে উঠে একদিন রাত্রে সে তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে বিস্তারিত আলোচনা করলো।

সব শুনে বন্ধুটি বললো---তুমি ঠিকই বলেছো। খুব জোরালো কারণ থাকতে হবে। নইলে কাজ হবেনা। এই বিষয়ে তুমি কিছু ভেবেছো ?

মাথা চুলকে সৈনিকটি বললো---তুমি একটা ভাল বুদ্ধি দাও।

এবার বন্ধু বললো---তাহলে এক কাজ করো। এভাবে দেখাও যে ভোরে প্রাকটিসের সময় তোমার হাঁটুতে প্রচন্ড চোট লেগেছে। হাঁটুর হাড় ফুলে গেছে। একটা ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে। তারপর তুমি মেজরের কাছে মেডিক্যাল লীভের প্রার্থনা করে একটা দরখাস্ত করবে।

সৈনিকটির মুখে হাসি ফুঁটে উঠলো। সে বললো, তুমি ঠিকই বলেছো। এতে আমার কাজ হবে-তো ?

বন্ধু উত্তর দিল---একবার মেডিক্যাল লীভ পেয়ে গেলে তোমাকে ঠেকায় কে? তুমি প্রতি মাসে একবার করে এক্সটেনসন করবে। দুবার এক্সটেনসন করলেই তোমাকে চাকরী থেকে ডিসচার্জ করে দেবে।

মহা খুশী হয়ে সৈনিকটি তার বন্ধুকে জড়িয়ে ধরলো।

www.pathagar.com

একদিন পর সৈনিকটি ভোরে প্রাকটিসের সময় সর্ব প্রকার প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে হাজির হলো। সে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে মাঠে প্রবেশ করলো। সে দাঁড়ি কামায়নি। মুখটা মলিন।

মেজর ব্যাপারটি খেয়াল করলেন।

তিনি কাছে এসে বললেন---কি হয়েছে তোমার ? তুমি খোঁড়াচ্ছো কেন ?

সৈনিকটি সব খুলে বললো।

এবার মেজর বললেন---ঐদিকে চলে যাও মেডিক্যাল অফিসারের কাছে। তাকে দেখিয়ে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট সহ দরখাস্ত করো। আমার কথা বুঝেছো ?

সৈনিকটি এবার চলে গেল মেডিক্যাল অফিসারের কাছে।

মেডিক্যাল অফিসার এবার তার দিকে তাকিয়ে বললেন---বলো, কি হয়েছে ?

সৈনিকটি সব খুলে বলে একটা মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের জন্য প্রার্থনা করলো।

মেডিক্যাল অফিসার এবার সৈনিকটির হাঁটু দেখে তার মুখের দিকে তাকালো। তিনি দেখলেন যে সৈনিকটির মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা রয়েছে।

মেডিক্যাল অফিসার ভীষন অবাক হয়ে বললেন---হাঁটুতে ব্যাথা, তাহলে মাথায় ব্যান্ডেজ কেন ?

ভোজ সভায় বিস্ময় এই হলো গল্প পরিবেশন করলো। গল্প শুনে উপস্থিত সবাই হো-হো করে হাসলেন এবং হাততালি দিলেন।

গুরু বললেন---এই গল্পটার হাসির কিছু আছে ?

আমি উত্তর দিলাম---বৃটিশরা এমনি "পানসি কৌতুক" পরিবেশন করে থাকে। এসব কৌতুক শুনে বাংলাদেশের কোন লোক হাসবে না।

গুরু বললেন---এর পরের অংশটুকু শোন।

সেই ভোজ সভায় কৌতুক শুনে সবাই হেসে করতালি দিয়ে বিস্ময়কে উৎসাহিত করলো। কিন্তু অদূরে বসা একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক মোটেই হাসলেন না। তার নাম চৌধুরি আবু আহমেদ। তিনি একজন মেডিক্যাল

www.pathagar.com

এ্যানথ্রোপোরোজিষ্ট। এই সাবজেক্টে তিনি ডক্টরেট করেছেন। খুব নামকরা বিজ্ঞানী। সরকারী হতে সর্ব-মহলে তিনি অত্যন্ত প্রশংসিত ব্যক্তি। একটু গম্ভীর প্রকৃতির।

ভোজন পর্ব শুরু হবে, এমন সময় আবু সাহেব ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন বিস্ময়ের কাছে।

তিনি বললেন---মি: বিস্ময়, আপনি সেনা বাহিনীর একজন তরুন অফিসার। আপনার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। কিন্তু খুবই দু:খের বিষয়, আপনি এখন যে কৌতুকটি পরিবেশন করলেন, সেটা ঠিক নয়।

অবাক হয়ে বিস্ময় বললো---ঠিক নয় বলে আপনি কি বোঝাচ্ছেন ?

আবু সাহেব বললেন---ঠিক নয় মানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে এই কাহিনী সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান একথা বিশ্বাস করেনা।

বিস্ময় বললো---আসলে আপনি ভুল করছেন। এটা সাধারন একটা কৌতুক ছাড়া কিছু নয়।

আবু সাহেব---আপনিই ভুল করছেন। সব কিছুর মধ্যে একটা আদর্শগত মিল থাকতে হবে।

এবার বিস্ময় বিরক্ত হয়ে বললো---আপনি সাদা চোখে এবং সাধারনভাবে দেখুন। আবার বলছি এটা একটা সাধারন কৌতুক ছাড়া কিছু নয়। আপনি এবার দয়া করে খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম নিন।

আবু সাহেব দমলেন না। তিনি বললেন---আমি আরও গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখবো। বিদায়।

কৌতুকটি এখানে শেষ হলে ভাল হতো। আসলে কোন কিছুই শেষ হতে চায় না। সেদিন বিস্ময় অন্যান্য কাজে ব্যস্ত সময় কাটালেন। তিনি খুবই ক্লান্ত। এরপরও রাত্রি দশটা পর্যন্ত তিনি পড়াশুনা করলেন। তারপর খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। শোয়া মাত্র ঘুম।

রাত্রি তিনটের সময় টেলিফোন বেজে উঠলো।

তিনি বিরক্ত হয়ে উঠে ফোন ধরে বললেন---হ্যালো ?

www.pathagar.com

কিছু শব্দ কানে ভেসে এলো---এটা মিঃ বিস্ময়ের এপার্টমেন্ট ? আমি তার সাথে কথা বলবো। খুব জরুরি কথা।

অবাক হয়ে বিস্ময় বললো---আমি বিস্ময় কথা বলছি। কে বলছেন আপনি ?

আবু সাহেব বললেন---আমি ডক্টর আবু কথা বলছি। আমাকে চিনতে পেরেছেন ?

এবার বিস্ময়ের চোখ দুটি গোল হয়ে উঠলো।

বিরক্তি মাখা স্বরে সে বললো---এখন রাত্রি তিনটে বাজে। বলুন আমার সাথে আপনার কি দরকার ?

আবু সাহেব বললেন---আমি সেন্ট্রাল লাইব্রেরি থেকে বলছি। আজ বাসায় যাইনি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের যত রেফারেন্স বই আছে, তার থেকে বাছাই করে আমি পড়ে দেখলাম। কিন্তু পেলাম না।

অত্যন্ত অবাক হয়ে বিস্ময় বললো---আমি বুঝতে পারছিনা। আপনি কি পেলেন না ?

আবু সাহেব বললেন---সেই যে আপনি বলেছিলেন, হাঁটুতে ব্যথা কিন্তু মাথায় ব্যান্ডেজ। মাথায় কেন ব্যান্ডেজ হবে ?

বিস্ময়ের হৃদপিন্ড বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম।

বহু কষ্টে নিঃশ্বাস নিয়ে সে বললো---এখন রাত্রি তিনটে বাজে। আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। আপনাকে তখনই বলেছিলাম যে এটা একটা সাধারন কৌতুক ছাড়া কিছু নয়। এরপরও আপনি আমাকে জ্বালাচ্ছেন।

আবু সাহেব বললেন---এখানে জ্বালাবার কিছু নেই। আমি সত্য অনুসন্ধান করছি। সত্য আমি খুঁজে পাবই।

বিস্ময় বুঝতে না পেরে বললো---কিসের সত্য ?

আবু সাহেব বললেন---সত্য আবার কিসের হয় ? জীবনের সত্য।

বিস্ময় বললো---মিঃ আবু আহমেদ আপনি সত্য খুঁজতে থাকুন। কিন্তু দয়া করে আমাকে বিরক্ত করবেন না। এখন রাখি ?

www.pathagar.com

আবু সাহেব বললেন---আচ্ছা মিঃ বিস্ময়, আপনি আজ আমাকে সময় দিতে পারবেন ? আপনি সকাল দশটায় সেন্ট্রাল হসপিটালে চলে আসুন। আমরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মিঃ হকের সাথে আলোচনা করবো।
বিস্ময় হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারলো না। সে রাগ করে ঠাস করে ফোন রিসিভারে রেখে দিল।

পরের দিন সকাল দশটা। বিস্ময় ভাবলো, ভালো একটা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে। যেমন করে হোক এর থেকে মুক্তি পেতে হবে। কিন্তু কি ভাবে ?

আগে নাস্তা পর্ব শেষ করা যাক। নাস্তা করার সময় বিস্ময়ের মাথায় একটা চিন্তা ঢেউ খেলে গেল। তার এক সম্পাদক বন্ধু আছে। সাপ্তাহিক "ভয়ানক" এর সম্পাদক। তার নাম চেতনা চৌধুরি। তার ডাক নাম চেতনা। এই নামের শেষে চৌধুরি আছে। তার ভাষ্যমতে সাপ্তাহিকটা দারুন চলে। এটা কোথায় চলে কেউ বলতে পারেনা।
যাই হোক কাজ হলেই হলো। বিষয়টি এই কাগজে ছাপাতে পারলে নিশ্চয়ই সেই বিজ্ঞানীর চোখে পড়বে। তিনি পড়ে সব বুঝতে পারবেন, ফলে আর জ্বালাবেন না।
বিস্ময় নাস্তা খেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লো।
প্রথমে মতিঝিল। সেখানে না পেয়ে নতুন ঠিকানা নিয়ে আরামবাগ। সবশেষে এক গলির মধ্যে পাওয়া গেল "ভয়ানক" এর অফিস।
অফিসে ঢুকে বিস্ময়ের নাক কুঁচকে গেল। একটা বিদঘুটে গন্ধ আসছে।
অফিসে প্রবেশ করতেই চেতনা চৌধুরি চোখ মেলে তাকালেন। বিস্ময়কে চিনতেই তার কিছুক্ষণ লেগে গেল। তিনি আড়মোড়া ভেঙ্গে বললেন---আরে বিস্ময় না ? তারপর কি খবর ?
বিস্ময় বললো---চৌধুরি ভাই, আমার একটা বিপদ হয়েছে। একটা যন্ত্রনাদায়ক বিপদ। উদ্ধারের জন্য আপনার কাছে এলাম।
চৌধুরি সাহেব বললেন---আমি সর্বরোগের ওষুধ দিয়ে থাকি। এখন বলুন চা খাবেন কিনা।
বিস্ময় বললো---আমি চা খেয়েই রওনা হয়েছি। এখন চা খাবনা।

www.pathagar.com

চৌধুরি সাহেব একটা তৃতীয় শ্রেণীর সিগারেট ধরিয়ে বললেন---এখন বলুন , কিসের বিপদ।

বিস্ময় বললো---একটু গোপনীয়। আমি বলে যাচ্ছি। আপনি টুকে নিন।

এবার বিস্ময় সমস্ত ঘটনাটা বিস্তারিতভাবে খুলে বললো। কিছুই গোপন করলোনা।

তার কথা শেষ হবার পর চৌধুরি সাহেব হো-হো করে হেসে উঠলেন।

তিনি বললেন---পাগল কাকে বলে। তো আমি এখন কি করবো ? আমার ভুমিকা কোথায় ?

বিস্ময় বললো---আপনার কাজ হলো বিষয়টি আপনার পত্রিকায় ছাপানো। আবু আহমেদ নিশ্চয়ই পড়বেন। পড়লেই তিনি তার ভুল বুঝতে পারবেন। চৌধুরি ভাই আমার দিকে তাকিয়ে এই কাজটা করুন।

চৌধুরি সাহেব বললেন---আমি সব টুকে নিয়েছি। কাজটা নিশ্চয়ই করবো, আমি অবশ্যই ছাপাবো।

বিস্ময় তাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বললো---চৌধুরি ভাই আমি এখন যাই। আপনি-তো সব টুকে নিয়েছেন। কোন অসুবিধা হবেনা।

এই বলে যাবার জন্য বিস্ময় দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

দরজা খোলার সময় চৌধুরি সাহেব বললেন---এক মিনিট প্লিজ।

বিস্ময় দেখলো তিনি মনযোগ দিয়ে টুকে নেয়া নোটটি পড়ছেন। বিস্ময় পায়ে-পায়ে এগিয়ে এলো।

কাগজ থেকে মুখ তুলে চৌধুরি সাহেব বললেন---এখানে সব ঠিক আছে। আমি গুছিয়ে লিখে নেব। তবে আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছিনা।

অবাক হয়ে বিস্ময় বললো---কোন ব্যাপারটা চৌধুরি সাহেব ?

তিনি বললেন---ঐ-যে হাঁটুতে আঘাত, মাথায় ব্যান্ডেজ। এখানটায় আমার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এটা কি করে সম্ভবপর ?

www.pathagar.com

গাধা সমাচার

তখন সন্ধ্যা পার হয়ে ঢাকা মহানগরীর উপর অন্ধকার সবেমাত্র জেঁকে বসেছে। এর সাথে রয়েছে নিয়মিত লোড-শেডিং। চারদিকে ভ্যাপসা গরম। নিজের ঘরে শুয়েছিলাম, আলস্যে দু-চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। আজ তিনদিন গুরু ছিলেন না। আজ হঠাৎ এসে হাজির। তিনি যে কোথায় গিয়েছিলেন, আমাকে বলেননি। যাইহোক, এই সময় সামান্য একটু কেঁশে গুরু প্রবেশ করলেন। তাকে দেখে আমি উঠে বসলাম। গুরু একটা চেয়ারে বসলেন, তার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

গুরু আবার একটু কেঁশে বললেন, একটা জরুরি কথা। তুমি কখনও গাধা দেখেছো ?

আমি বললাম, গাধা কোথা থেকে দেখবো? ঢাকা মহানগরীতে গাধা কোথায় ?

গুরু বললেন, তুমি একটা আস্ত গাধা। কেন ঢাকা চিড়িয়াখানায় কখনও যাওনি ?

আমি নি:শ্বাস ফেলে বললাম, চিড়িয়াখানা রাখেন। আপনি তিনদিন ছিলেন না। আমার খুব ভাবনা হচ্ছিল।

গুরু একটু হেসে বললেন, আমি চট্টগ্রামে গিয়েছিলাম একটা জরুরি কাজে। যা বলছিলাম, তুমি কখনও গাধা দেখনি ?

আমি আমার অজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। আমি জানি যে আমার অজ্ঞতা দেখলে গুরু খুশী হয়ে থাকেন।

সিগারেটে আরেকটা টান দিয়ে গুরু বললেন, আমি গাধাদের রিসিভ করতে গিয়েছিলাম।

আমি রহস্যের গন্ধ পেলাম। গাধা রিসিভ-করা মানে কি ?

www.pathagar.com

গুরু সিগারেটে শেষ টান দিয়ে এ্যসট্রেতে গুজে দিলেন। আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। আমি জানি তিনি এই বিষয়ে কিছু বলবেন।

গুরু বললেন, তোমার স্মৃতিশক্তির উপর আমার কোন আস্থা নেই। তোমার জানা থাকার কথা নয় যে ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ সরকার ভারত থেকে ২০-টি গাধা আমদানি করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল ৫-জন পুরুষ এবং ১৫-জন মহিলা।

আমি বললাম, ভালই-তো।

গুরু খ্যাঁক করে উঠে বললেন, ভালই-তো। এ কথার মানে কি ? ব্যাখ্যা করো।

আমি বিপদে পড়ে চুপ মেরে গেলাম। আমি জানি গুরুর কথা শেষ হয়নি।

তিনি বললেন, সরকার ক্ষেপে গেলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন ডিসিকে গাধা খুঁজে বের করার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। ইত্তেফাকের হেডিং ছিল---"গাধা খুঁজুন"। বাংলাদেশে গাধা না পেলে ভারত থেকে গাধা আনতে হবে। বাংলাদেশে অনেক খোঁজাখুঁজির কোন গাধা পাওয়া গেলনা। তারপর পত্রিকার হেডিং হলো---"অবশেষে গাধা পাওয়া গেছে। গাধা আনা হচ্ছে ভারত থেকে।"

গুরু আবার সিগারেট ধরালেন।

আমার মাথায় ঘিলু কম। সবকিছু বুঝতে বিলম্ব হয়। ফলে আমি চুপ করে থাকলাম। আমি জানি যে গুরু নিজেই সব রহস্যের সমাধান করবেন।

জোরে একটা সুখটান দিয়ে গুরু বললেন, রহস্যটা কি ? বাংলাদেশে গাধা কেন পাওয়া গেল না ?

আমি মনে-মনে বললাম, কি মুসিবত, বাংলাদেশে গাধা যদি না থাকে, তো কি করার আছে ?

গুরুর দু-চোখ কুঁচকে উঠলো। আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি।

www.pathagar.com

আমি মিন-মিন করে বললাম, এখানে হয়তো লাভ-লোকসানের ব্যাপার রয়েছে।

গুরু বললেন, লাভ লোকসান বলতে তুমি কি বোঝাচ্ছো ?

আমি আবার মিনমিন করে বললাম, নাহ, আমি বলছিলাম কি---হয়তো বাইরে থেকে গাধা আনলে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের "কিছু লাভ" হবে। গুরু, আসলে লাভ-লোকসান নিয়েই তো সারা বিশ্ব চলছে।

গুরু এবার ধমকে উঠলেন, তুমি একটা আস্ত পন্ডিত। আমার মনে হচ্ছে তুমিই একটা বড় গাধা।

আমি ধমক খেয়ে একদম চুপসে গেলাম। মুখে তালা মেরে বসে রইলাম।

গুরু আবার সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, তোমার মত মূর্খের জানার কথা নয় যে ভারত থেকে আরো ৫০-টি গাধা আনা হয়েছে। আমি এই গাধাগুলি রিসিভ করতে চট্টগ্রামে গিয়েছিলাম। এবার বুঝতে পেরেছো ?

আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম, গুরু জিন্দাবাদ। আপনি তাহলে গাধা আনতে চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন ?

গাধাগুলি ঢাকায় নিয়ে এসেছেন ?

গুরু ফের ধমক দিতে আমি চুপ মেরে গেলাম।

তিনি শুরু করলেন, আমি চট্টগ্রামে গেলাম। ঢাকা থেকে দুটি গাধা আমার সাথে ছিল।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, আপনি ঢাকা থেখে গাধা নিয়ে গেলেন কেন ?

গুরু আবার ধমক মেরে বললেন, আবার গাধার মত কথা বলছো ?

ধমক খেয়ে আমি লজ্জায় চুপসে গেলাম।

গুরু শুরু করলেন, জাহাজ থেকে ভারতীয় গাধাগুলিকে নামানো হলো। সবাই নেমে আসার পর আমি এগিয়ে গেলাম অভ্যর্থনা জানাতে। সামনের গাধাটা বেশ উচু এবং মোটাসোটা। আমি বুঝলাম এটাই গাধাদের নেতা। হ্যান্ডসেক করার জন্য আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম।

www.pathagar.com

গাধাদের নেতা হ্যান্ডসেক না করে দু-হাত জোড় করে আমাকে নমস্কার করে বললো, আমার নাম সিলোনী হার।

নাম শুনে আমি খুবই অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, এমন নাম-তো কখনও শুনিনি।

গাধা নেতা বললো, আমার জন্ম সিলোনে। আমি বড় হয়েছি ভারতে। আর হার হলো আমার বংশগত পদবী। এবার নিশ্চয়ই ক্লিয়ার হয়েছে।

আমি উত্তর না দিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

গাধা নেতা এবার আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, একটা কথা বলবো ?

আমি হ্যা সূচক মাথা নাড়লাম।

গাধা নেতা এবার বললো, হার শব্দটার আরেকটা অর্থ আছে। হার মানে পরাজয়। এভাবে ঘুরিয়ে বলা যায়, আপনারা পরাজিত হয়েছেন।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, বুঝলাম না। কিভাবে পরাজিত হলাম ?

গাধাদের নেতার মুখে এবার রহস্যময় হাসি ফুঁটে উঠলো।

সে বললো, আমরা জানি যে বাংলাদেশে অনেক গাধা রয়েছে। যে সংস্থার দিকে তাকাবেন, সেখানেই গাধা। আপনাদের জনসংখ্যা ১৪ কোটির উপরে, তাই না ?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

গাধা নেতা বললো, ভারতের হিসেবে শতকরা একজন করে ধরলেও বাংলাদেশে গাধার সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১৪ লক্ষ। এই দেশে এত গাধা থাকতে টাকা খরচ করে ভারত থেকে গাধা আনার প্রয়োজন ছিল কি ?

বিস্ময়ে আমার মুখ হা হয়ে গেল। আমি একটু কেঁশে বললাম, বাংলাদেশে এত গাধা রয়েছে ? এতদিন এই কথাটা প্রচারিত হয়নি। আমি জানতাম, চিড়িয়াখানায় কিছু গাধা আছে।

গাধার নেতা বললো, আমরা আপনাদের প্রতিবেশী। আমরা সব খবরই রাখি। আমরা খবর নিয়েছি অলি-গলি, শহর-গ্রাম, এমনকি প্রায় সকল সংস্থায় গাধা রয়েছে।

www.pathagar.com

আমি উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, সংস্থা বলতে কি বোঝাচ্ছো ?
গাধার নেতা বললো, সংস্থার ব্যাখ্যা সংস্থাই। তবে এখানে শোনার কেই নেই, আপনাকে কানে-কানে বলি। আমরা শুনেছি বেসরকারী কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে গাধার সংখ্যা নাকি সবচেয়ে বেশী।
আমি বললাম, এ সম্বন্ধে আমার কোন ধারনা নেই। দেরী হয়ে যাচ্ছে। চলো আমরা যাই। তোমাদের আপাততঃ চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানায় রেখে আমি ঢাকায় ফিরে যাব।

আমার গুরু তার চট্টগ্রামের গল্প শেষ করলেন। কোন কথা না বলে আমি এতক্ষন চুপচাপ শুনছিলাম। এবার বললাম, গুরু সত্যি আমরা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি। বাংলাদেশে এত গাধা থাকতে আমরা ভারতীয় গাধা আমদানী করলাম।
গুরু আমার কথায় খুব গুরুত্ব দিলেন না।
তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, গুরু একটা কথা বলবো। অবশ্য এটা আমার নিজস্ব অনুভূতি।
গুরু বললেন, তোমার আবার অনুভূতি আছে নাকি ? বলে ফেল ।
আমি মাথা নিচু করে বললাম, আমি ভারতীয় গাধা একদম পছন্দ করিনা। এরচেয়ে বাংলাদেশী গাধা অনেক ভাল। কিন্তু গুরু এত গাধা কি বাংলাদেশে আছে ?
গুরু উদাস ভঙ্গীতে বললেন, আমার মনে হয় গাধার সংখ্যা আরও বেশী হবে। ভারতীয় গাধার নেতা হিসেবে ভুল করেছে। গাধার সংখ্যা বেশী না হলে এই দেশটার অবস্থা এমন হয় ?
আমি বললাম, তাহলে আমরা-তো বিদেশে গাধা রপ্তানী করতে পারি। আপনি কি বলেন ?
গুরু বললেন, আমি তাই ভাবছি। আমি খুব শীঘ্র মন্ত্রণালয়কে কথাটা বলবো। দেশটায় সীমাহীন দুর্দিন চলছে। পানি নেই, বিদ্যুৎ নেই, ভাল চিকিৎসা নেই, নতুন চাকরীর ক্ষেত্র নেই, শিক্ষিত বেকারে ভরে গেছে দেশটা। এই অবস্থায় ভারতীয় গাধা কেন ?
গুরুর দু-চোখ কুঁচকে উঠলো।

www.pathagar.com

তিনি গভীরভাবে ভাবছেন। তারপর বললেন, আমরা যত বেশী গাধা বাংলাদেশ থেকে রপ্তানী করতে পারবো, তাতে দুটি লাভ হবে।
আমি চোখে প্রশ্ন নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।
তিনি বললেন, প্রথমত: আমরা প্রচুর পরিমানে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবো। দ্বিতীয়ত: দেশটা গাধা মুক্ত হলে সবদিক দিয়ে দেশের উন্নতি হবে। মন্ত্রণালয় যাতে সার্বিক সহযোগীতা করেন আমি সেই চেষ্টা চালাবো।

www.pathagar.com

ঘুষ ইজ গুড ফর মেন্টাল হেলথ

দিনকাল কেমন পাল্টে যাচ্ছে। খাবার পানি নেই, বিদ্যুৎ নেই। চারিদিকে কেমন একটা অস্থিরতা। ভোটার তালিকায় ভুয়া ভোটার দেখানো হয়েছে। তাই নিয়ে তুলকালাম কান্ড চলছে। এমন একটা অস্থিরতার মধ্যে আমি প্রতি দিন-রাত্রি কাটিয়ে দিচ্ছি। ভুগছি মানসিক অশান্তিতে। এর মধ্যে চলছে মিটিং-মিছিল, পুলিশের লাঠিচার্জ আর অসহনীয় যানজট। এখন জৈষ্ঠ্যের মাঝামাঝি সময়। রৌদ্রের এত তেজ যে ঘরের বাইরে বেরুনো যায় না।

এই যে চরম অবস্থা, এরমধ্যেও আমার গুরু খুব উদাসীন হয়ে থাকেন। তাকে উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে না। বলে রাখা ভাল যে তিনি কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থক নন। এটা সবাই জেনে গেছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক অফিসে তিনি নিয়মিত যাতায়াত করে থাকেন। কখনই গুরুর মানসিক অবস্থা বোঝার উপায় নেই। কারণ তিনি সব সময় গম্ভীর হয়ে থাকেন।

আমি আজ একটা সরকারী অফিসে গিয়েছিলাম একটা জরুরি কাজে। অফিস সহকারী ফাইল থেকে মুখ না তুলেই বললেন, আজ আমি ব্যস্ত। অন্যদিন আসুন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, আমি কে, কি জন্য এসেছি, আপনাকে কিছুই বলিনি। আর আপনি বলছেন অন্যদিন আসতে। এটা কি রকম কথা হলো?

অফিস সহকারী এবার মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন।

www.pathagar.com

তারপর বললেন, আপনি বেশী কথা বলেন। রাজনৈতিক নেতারা বেশী কথা বলে। আপনি কি নেতা ?

যদি নেতা হয়ে থাকেন, তাহলে পল্টন ময়দানে চলে যান।

আমার ভীষন রাগ হলো। কিন্তু রাগ দমন করে বললাম, আমার একটা জরুরি কাজ কাজ ছিল।

তিনি বললেন, কত জরুরি ?

আমি বললাম, কথাটার মানে কি ? কাজ জরুরি থাকতে পারে না ?

অফিস সহকারী বললেন, আহা চটছেন কেন ? শুনুন জরুরি তিন প্রকার।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমি এমন কথা শুনিনি। আমি বললাম ব্যাখ্যা করুন।

অফিস সহকারী বললেন, প্রথমত: অতি জরুরি। ২৪-ঘন্টার মধ্যেই করতে হবে। দ্বিতীয়ত: শুধু জরুরি। এর মানে তিন/চার দিন অথবা এক সপ্তাহের মধ্যে করলেই চলবে। তৃতীয়ত: সাধারণ জরুরি। এর মানে কাজটা জটিল, কিন্তু করতে হবে। যদি এক মাস লাগে, তাতেও আপত্তি নেই।

ব্যাখ্যা শেষ করে তিনি বললেন, এবার ব্যাপারটা বুঝেছেন কি ?

আমি উত্তর দিলাম, আমি এখনও বুঝিনি। আরও ব্যাখ্যা করুন।

তিনি আরম্ভ করলেন, এই তিন রকম কাজের জন্য তিন রকমের ফি দিতে হয়। তবে প্রথমটার জন্য সবচেয়ে বেশী ফি।

আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনারা সরকারী চাকরী করেন। আপনারা জনসাধারণের সেবা করবেন। এর জন্য আবার ফি দিতে হবে নাকি ? চমৎকার কথা বলেছেন।

অফিস সহকারী বললেন, কি খারাপ কথা বললাম? চিকিৎসকবৃন্দ রয়েছেন রোগীর সেবা করবার জন্য। আপনি একজন চিকিৎসকের কাছে গেলে তাকে ফি দেবেন না ? তাহলে আমাকে দেবেন না কেন ?

উত্তেজিত হয়ে আমি বললাম, এর নাম-তো ঘুষ। একজন চিকিৎসক আর আপনি এক হলেন নাকি ?

তিনি বললেন, আপনি যে নামেই ডাকেন না কেন, এ টাকা আমাকে দিতে হবে।

www.pathagar.com

আমি পাথর হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম কিছুক্ষণ। তারপর কখন অফিস থেকে বেরিয়ে বাসায় চলে এসেছি, আমার মনে নেই।

কিছুই ভাল লাগছেনা। কি গরমটাই না পড়েছে। ভাবছি আবার গোসল করবো। এমনি সময় আমার গুরু এসে প্রবেশ করলেন আমার ঘরে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে বিছানা পরিপাটি করে আরও একটা জানালা খুলে দিলাম। গুরু বিছানায় না বসে একটা চেয়ারে বসলেন।
তিনি বললেন, শুনলাম তুমি বাইরে কোথায় যেন গিয়েছিলে। তোমার মুখ শুকনো দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটেছে।
আমি মাথা নিচু করে থাকলাম। ভাবছি বলবো কি বলবোনা।
গুরু আমার মনের কথা পড়ে ফেলে বললেন, বলে ফেল। বললে মনটা হাল্কা হয়ে যাবে।
আমি আর বিলম্ব না করে প্রথম থেকে সবকিছু খুলে বললাম। বলার পর মনে হলো, সত্যি আমার মনটা একটু হাল্কা হয়ে গেছে।
গুরু কোন মন্তব্য না করে চুপচাপ শুনে গেলেন। মধ্যে-মধ্যে সিগারেটে সুখ-টান দিচ্ছেন।
তারপর তিনি মুখ খুললেন। বললেন, তুমি যেন কোন্ সাবজেক্টে মাষ্টার্স করেছো।
আমি বিনীতভাবে বললাম, সমাজ বিজ্ঞান।
এবার গুরু বললেন, কিসের সমাজ বিজ্ঞান ? তুমি সমাজ অথবা বিজ্ঞান কিছুই বোঝনা। তুমি কি সমাজ বোঝ ?
ধমক খেয়ে আমি চুপ করে থাকলাম। আমার কান্না পেতে লাগলো।
সিগারেটে আরও একটা টান দিয়ে তিনি বললেন, তারা ঘুষ চেয়েছে, তাতে কি হলো ? ঘুষ তো একটা খাদ্য। খাবার জিনিস। ঘুষ খেতে হয়। একজন কর্মচারী যদি এটা খেয়ে আনন্দ পায়, ভাল কথা। তুমি তাকে সাহায্য করবে। এতে মন খারাপের কি আছে ?
আমি ভীষন অবাক হয়ে গুরুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। বলছেন কি তিনি ?

www.pathagar.com

তিনি বললেন, আমি বুঝতে পারছি তুমি আমার কথায় খুব অবাক হয়েছো। ঠিক নয় ?

আমি উত্তর দিলাম, ঠিক বলেছেন। কিন্তু ঘুষ খাওয়া কি ভাল ?

গুরু বললেন, ভাল না হলে লোকে এটা খায় কেন ?

আমি গুরুর সাথে তর্ক করতে পারিনা, তাই চুপ করে থাকলাম।

সিগারেটে আরও একটা জোরে টান দিয়ে গুরু সেটা এ্যাস্ট্রেতে ফেলে দিলেন।

তারপর বললেন, তোমার মনের কষ্টটা আমি বুঝি। কিন্তু কি করবে বল ? কি করার আছে আমাদের ?

আমি মিন-মিন করে বললাম, আমরা সবাই ঘুষের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারি।

গুরু বললেন, না পারি না। যারা ঘুষ খায়, তারাও ঘুষের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে থাকে। তুমি ২০০৫ সালের টিআইবির রিপোর্টটা পড়েছো ?

আমি উত্তর দিলাম, বাংলাদেশ চাম্পিয়ন হয়েছে।

গুরু বললেন, তুমি ভারতীয় গাধার থেকেও খারাপ গাধা। সরকার কেন যে ভারত থেকে গাধা আমদানী করতে গেল ? আচ্ছা বলতো, কয়বার চাম্পিয়ন হয়েছে ?

আমি উত্তর দিলাম, মোট তিনবার। মানে হ্যাট্রিক করেছে।

গুরু বললেন, বললাম না তুমি একটা ভারতীয় গাধা। শুনে রাখো মোট চারবার।

অবাক হয়ে আমি বললাম, বলেন কি চারবার ?

গুরুর চোখে-মুখে ঘৃণা ফুটে উঠলো। একটা পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার হেডিং তোমাকে শোনাই।

দুর্নীতি এবং অপচয়ে গত বছরে (২০০৫) ৪০ হাজার টাকার বেশী ক্ষতি। অর্থনীতিতে স্থায়ী দুষ্টক্ষতের সৃষ্টি। সামাজিক ভারসাম্যের ফলে দুর্বল হয়ে পড়েছে প্রশাসন। দুর্নীতি যেন সামাজিক স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। (ইত্তেফাক, ১৯/৭/০৫)।

আমার মুখ হা হয়ে গেছে। গুরু এসব কি বলছেন ?

www.pathagar.com

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, ৪০-হাজার কোটি টাকা ?
গুরু বললেন, শুধু কাস্টম বিভাগের দুর্নীতির পরিমাণ ১৪২ কোটি ৮ লক্ষ টাকা।
গুরু বললেন, একটা বাংলা পত্রিকায় একটা কার্টুন প্রকাশিত হয়েছে। ক্লাসের শিক্ষক একজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, বড় হয়ে তুমি কি হতে চাও ?
ছাত্রটি বুক ফুলিয়ে উত্তর দিল, কাস্টমস অফিসার।
আমি হেসে ফেললাম। তারপর বললাম, দেশের ভবিষ্যৎ কি ?
গুরু বললেন, কিছুই না। এই রকম চলতে থাকবে। ঘুষ আর দুর্নীতি কোথায় পৌছে গেছে তুমি কল্পনাও করতে পারবেনা। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মুদাসসির আলী কি বলেছেন জান ?
আমি আমার অজ্ঞতার কথা জানালাম।
গুরু বললেন, প্রধান বিচারপতি অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে বলেছেন---
"Corruption in the society has reached such a point where it has created a national norm that corruption , especially petty corruption is acceptable behaviour."
(Daily Star, 21/5/2006).
একটু চুপ করে থেকে গুরু বললেন, এই কথা থেকে কি বুঝলে ?
আমার অজ্ঞতা নিয়ে আমি চুপ করে থাকলাম।
গুরু এবার হেসে বললেন, ঘুষ-তো খাবার জিনিস। শুধু খাবার নয়, অতি উপাদেয় খাদ্য। খেলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। তাহলে লোকে খাবেনা কেন ?
আমি আবার মিন-মিন করে বললাম, খাওয়া ঠিক নয়।
আমার মুখের দিকে তাকিয়ে গুরু এবার বললেন, তুমি ঢাকায় চাকরী খুঁজে বেড়াচ্ছো। তোমার বিধবা মাকে আর্থিক সাহায্য করতে হয়। তোমাকে আমি পুত্রের মত স্নেহ করি বলে প্রতি মাসে তোমাকে মোটামুটি একটা অংকের টাকা দিয়ে থাকি। তুমি যদি সরকারী চাকরী করতে , সেই মাইনে দিয়ে তোমার চলতো না। তুমি সারা মাস মানসিক অশান্তিতে ভুগতে। নিজের কাজে মন বসাতে পারতে না।

www.pathagar.com

মানসিক অশান্তি স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে থাকে। তখন তুমি কি করতে ? ঘুষ খেতে না ?

কি বলবো বুঝতে না পেরে আমি মুখ নিচু করে বসে থাকলাম।

খুব আস্তে আমি বললাম, শুধু মানসিক শান্তির জন্য ঘুষ খাবার পক্ষে আমি নই।

গুরু বললেন, তুমি-তো ভারতীয় গাধা, বুঝতে পারবে না। মানসিক শান্তি মহা মূল্যবান বস্তু। আমাদের দেশের মানসিক রোগীর সংখ্যা জান ?

আমি যথারীতি আমার অজ্ঞতা প্রকাশ করে বললাম, আমি জানিনা।

গুরু বললেন , বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০০৫ সালের জরিপ মতে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৬০ লক্ষ। এরমধ্যে মানসিক রোগীর সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ। আর গুরুতর মানসিক রোগী অর্থাৎ পাগলের সংখ্যা ১২-লক্ষের বেশী।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, সবাই-তো টাকার অভাবে মানসিক রোগী হয়নি। অবশ্যই অন্য কোন কারণ আছে।

আমার কথা লুফে নিয়ে গুরু বললেন, বিবিধ কারণ রয়েছে। তোমার কথা ঠিক। তবে দেশের চরম দারিদ্রতার কথা তোমাকে মনে রাখতে হবে। এর পরেও আমি মানসিক শান্তির উপর বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকি। কোন-কোন পরিবারে দেখবে স্বামী-স্ত্রীতে প্রতিদিন ঝগড়া হচ্ছে। চাকরীজীবি এই রকম হাজার-হাজার পরিবার রয়েছে। তাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়। স্বামী বেচারা মানসিক অশান্তিতে ভুগতে থাকে। সেজন্য বলছি সব শান্তির প্রতীক হলো টাকা। পকেটে টাকা আছে, তাই শান্তি আছে।

আমি বললাম, আমি দু:খিত। আপনি ঘুষের পক্ষে কথা বলছেন।

গুরু বললেন, না। আমি তা বলছিনা। দুর্নীতিতে দেশটা ছেয়ে গেছে। যেখানে পা দেবে, সেখানেই দুর্নীতি পাখা মেলে বসে আছে। শুধু মনে রাখবে এই দুর্নীতির জন্যই দারিদ্রতা। আজকাল ঘুষ ছাড়া কোন কাজ হয়না। আমার কথা তুমি ফলো করতে পারনি। আমি জোর দিয়েছি মানসিক শান্তির উপর।

www.pathagar.com

আমি বললাম, কি জানি। আমি এত দার্শনিক কথা-বার্তা বুঝিনা। তবে আমি ভাল থাকতে চাই।

গুরু বললেন, ঘুষ আর দুর্নীতি হলো প্রবাহমান নদীর তরঙ্গের মত। শুধু বাংলাদেশ নয়। সারা বিশ্বেই ঘুষ আর দুর্নীতি চলছে। এটা চলতেই থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত।

গলার স্বর নিচু করে আমি বললাম, ভাল পে-স্কেল দিলে ঘুষ বন্ধ করা সম্ভবপর।

গুরু বললেন, ভারতীয় গাধার কাছ থেকে এমন অদ্ভুদ প্রস্তাব আসতেই পারে। ধরো একটা থানার ওসি। তার মাসিক মাইনে ১৫-হাজার টাকা। তিনি কি ঘুষ খাবেন না ?

আমি উত্তর দিলাম, তিনি কম-কম খাবেন।

গুরু বললেন, গাধার মত কথা বলো না। তিনি মাসিক মাইনের অতিরিক্ত প্রতিমাসে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ খাবেন। ধরো এক বাড়ীতে একটা খুন হলো। পুলিশের কাজটা কি হবে ?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি হবে ?

গুরু বললেন, পুলিশ বাদী-বিবাদী উভয়কে গ্রেফতার করার উৎসবে নামবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, বাদীকে গ্রেফতার করবে কেন ?

গুরু রেগে বললেন, আরে গাধা ঘুষ খাবার জন্য ধরবে। বাদী পক্ষের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্য থানায় নিয়ে আসবে। তারপর তাদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে ছেড়ে দেবে। এরপর বিবাদীর পেছনে পুলিশ ছুটবে। বিবাদীর কাছ থেকেও ঘুষ খাবে।

আমি বললাম, কি জানি, আমার মাথায় কিছুই ঢুকছেনা।

একটু হেসে গুরু বললেন, কোথায় একটা প্রবন্ধে পড়লাম, কোথায় এবং কত টাকা হারে ঘুষ দিতে হবে, তার নোটীশ বোর্ড টানিয়ে দেয়া হয়েছে। এক ভদ্রলোক সচিবালয়ে গেছেন একটা কাজের জন্য। তিনি জানেন যে তাকে ঘুষ দিতে হবে। ফলে তিনি সময় নষ্ট না করে একজন কেরানীকে জিজ্ঞেস করলেন। কেরানী বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল, বারান্দায় চলে যান।

www.pathagar.com

সেখানে নোটীশ বোর্ডে বলে দেয়া হয়েছে। ভদ্রলোক বারান্দায় চলে এলেন। সেখানে সত্যি বিরাট একটা নোটীশ বোর্ড রয়েছে।

ভদ্রলোক গভীর মনযোগ দিয়ে নোটীশটা পড়তে শুরু করলেন। এটা ঘুষ প্রদান সম্পর্কীয় একটা নোটিশ। অর্থাৎ কোন্ কাজের জন্য সর্বনিম্ন ধাপ পিয়ন থেকে শুরু করে উচু তলা পর্যন্ত ধাপে-ধাপে কত টাকা ঘুষ দিতে হবে, তার বিশদ বর্ননা। প্রতি ধাপে কত দিতে হবে, সেই অংক উল্লেখ করা হয়েছে। সবশেষে নিচে "বিশেষ দ্রষ্টব্য" করে লেখা রয়েছে---"ইহা অনুমোদিত নীতিমালা। উল্লেখ করা অংকের চাইতে কেউ বেশী টাকা দাবী করিলে, উহা অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইবে। প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী/কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।"

আমি হা করে গুরুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। বললাম, এ-সব সত্যি নাকি ?

গুরু এবার হা-হা করে হাসলেন। বললেন, বুঝলে আমি যখন সরকারী চাকরী করতাম, আমার বস কি বলতেন জান ?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি বলতেন তিনি ?

গুরু বললেন, আমার বস ছিলেন খাঁটি মানুষ, কিন্তু খুব রসিক।

আমাকে একদিন বললেন--লোকে বলে অমুক সাহেব ঘুষ খান না। এই কথাটার মানে কি ?

আমি আমার অজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।

বস বললেন, কথাটার মানে হলো, অমুক সাহেব এত টাকা পর্যন্ত ঘুষ খান না। এর উপরে হলে খাবেন। অনেক অফিসার আছেন ৫/৭ হাজার টাকা ঘুষ গ্রহন করেন না। এটা তাদের হাতের ময়লা। তাদের রেট ২০-হাজার টাকার উপরে।

আমি শব্দ করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম।

গুরু বললেন, ছেলে-মেয়ে স্ত্রীর আব্দার, ভাল থাকা, ভাল খাওয়ার জন্য উপরি টাকার প্রয়োজন রয়েছে। আমি কখনই বলিনা তুমি ঘুষ খাবে। বাট এক্সট্রা মানি ইজ নেসেসারি ফর মেন্টাল পীস।

www.pathagar.com

ছেলে দেখা

রিয়া গোঁ ধরেছে সে কিছুতেই বিয়ে করবেনা। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী। তার কথা এম.এ. পাস করবার পর এই বিষয়ে ভাবা যেতে পারে। বাবার নাম নাম আব্দুল জব্বার। তিনি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। ভাল-ভাল রোগগুলি স্ত্রী জ্যোৎস্নার শরীরে আশ্রয় গ্রহন করেছে। এরমধ্যে রয়েছে হাই কোলাষ্টেরাল, মাইগ্রেন, উচ্চ রক্ত চাপ, ডাইবেটিস সবই আছে। তাদের দুটি মাত্র কণ্যা সন্তান। বড়টি রিয়া, আর দ্বিতীয়টির নাম ইতি। ইতির বয়স মাত্র দশ। কিন্তু সে কথা বলে পাকা বুড়ীর মত।

রিয়ার বিয়ে দিতে হবে। প্রতিদিন রাত্রে স্বামীর কাছে জ্যোৎস্নার আব্দার এবং নিবেদন। প্রতি রাত্রে একই কথা। এবার সেটা আর আব্দারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলোনা। এবার স্ত্রী জোর প্রয়োগ শুরু করলেন। বললেন, আমার দিন শেষ। আর কয়েকটা দিন বাঁচবো। এখনই রিয়ার বিয়ে দাও। আমি নাতির মুখ দেখে মরতে চাই।
জব্বার সাহেব বলেন, রিয়ার সাথে আলোচনা করেছি। সে সরাসরি না বলে দিয়েছে।
স্ত্রী বললেন, কি বলেছে রিয়া ?
হাই তুলতে-তুলতে স্বামী বলেন, কি আর বলবে। বলেছে---বাবা, মেয়েদের বিয়ে একবারই হয়। আগে আমাকে এম.এ. পাস করতে দাও। তারপর এই বিষয়ে ভাববো।
স্ত্রী বলেন, এখনই-তো বুড়ী হয়ে গেল। এম-এ তো বহুদূর।
স্বামী বলেন, মেয়ের বিয়ে নিয়ে আমি বাবা হয়ে এত কথা বলতে পারবো না। মা হয়ে তুমিই তার সাথে আলাপ করতে পারো।

www.pathagar.com

স্ত্রী বলেন, আমি কথা বলবো। সে যদি আমার কথা না শোনে, তাহলে আমি বাড়ী ছেড়ে চলে যাব।
স্বামী হেসে বলেন, কোথায় যাবে ? তোমার যাবার জায়গা নেই। এ কথা গত বিশ বছর ধরে শুনে আসছি।
স্ত্রী খেমচে ওঠে বলেন, আমি চলে গেলে তোমার সুবিধা হয় ? অত সোজা নয়। আমি কোথাও যাচ্ছিনা। আমি গলায় দড়ি দেব।
স্বামী বলেন, একই কথা হলো---তুমি চলে যাবে। যাইহোক, গলায় দড়ি দেবার আগে একটা চিরকুট লিখে রেখে যাবে। তাতে লিখবে "আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়"। পুলিশকে আমার খুব ভয়। অন্তত: ভদ্রভাবে এই কাজটা করে যেও।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলে রিয়াকে ডেকে মা বললেন, তোমার সাথে একটু কথা আছে। তোমার বিছানা গুছিয়ে আমার কাছে এসে আমার চুলটা বেঁধে দেবে।
রিয়া বুঝতে পারলো। মুচকি হেসে বললো, ঠিক আছে , আসবো মা।
চুল বাঁধার মাঝামাঝি সময়ে মা বললেন, তোমাকে একটা কথা বলবো। বলবো-বলবো করেও বলা হয়নি।
রিয়া বললো, জানি মা, আমার বিয়ের কথা ?
মা বললেন, ঠিক ধরেছো।
রিয়া বললো, এখন বুঝলাম তোমরা আমাকে এম.এ. পাস করতে দেবেনা। যাইহোক, ছেলে ঠিক হয়ে গেছে।
মা রেগে বললেন, এ কথার মানে ?
রিয়া হেসে বললো, রেগে যাও কেন ? তোমরা ছেলে ঠিক করে আমাকে বলবে। তারপর আমি মতামত দেব।
ম্লান কণ্ঠে রিয়া বললো, তবে একটা কথা মনে রাখবে মা। এটা আধুনিক যুগ। সবার সমান অধিকার।
তোমদের সে যুগ এখন আর নেই।
মা বললেন, তোর এই কথাটা আমি বুঝলাম না।

www.pathagar.com

একটু হেসে রিয়া বললো, অপরিচিত একটা বেয়াদব ছেলে এসে আমার দিকে হা করে তাকিয়ে থাকবে আর নানা প্রশ্ন করে আনন্দ লুটবে, এটা অন্যায়। এটা ৫০ হতে একশো বছরের রীতি-নীতি। এখনকার দিনে অচল।

মা বললেন, তাহলে এখনকার দিনে সচল কোন জিনিস ?

রিয়া কঠিন কণ্ঠে বললো, সবাই মেয়ে দেখতে আসে। তাহলে মেয়েরা কেন ছেলে দেখতে পারবে না ?

রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে মা বললেন, তাই কখনো হয় ? একশো বছরের একটা নিয়ম উল্টে দিবি ?

হাত মুছতে-মুছতে রিয়া বললো, হবেনা কেন ? ধরো আমার থেকেই শুরু হলো। তারপর ধীরে-ধীরে এটা ছড়িয়ে পড়বে। তোমরা আগে ছেলে দেখ।

এখানেই কথা শেষ।

রাত্রে জ্যোৎস্না স্বামীকে বললেন, রিয়াকে রাজী করিয়েছি। তুমি ছেলে দেখ। তারপর সে ছেলেকে দেখবে।

স্বামী অবাক হয়ে বললো, তারপর সে ছেলেকে দেখবে --- কথাটার মানে কি ?

জ্যোৎস্না বললেন, আমি জানি না। রিয়া বললো, সেও ছেলেকে দেখবে।

স্বামী বললেন, যত সব পাগলামী। এখন ঘুমোও।

জ্যোৎস্না জেদ করে বললো, নাহ, তুমি একটা ছেলে দেখ প্লীজ।

স্বামী বললেন, ঠিক আছে দেখবো।

এক সপ্তাহের মধ্যেই একটা ছেলের খোঁজ পাওয়া গেল। ছেলেটির মা নেই। শুধু বাবা আছে। তিন ভাই-বোন। এই ছেলেটিই বড়। এম.এ. পাস, একটা এনজিও-তে চাকরী করে। রিয়া তার চার বান্ধবীকে নিয়ে নির্ধারিত সময়ে ছেলের বাড়ীতে উপস্থিত হলো।

www.pathagar.com

ছেলের বাবা রিটায়ার করে অবসর জীবনযাপন করছেন। তিনি বাসায় ছিলেন।

রিয়াকে তিনি বললেন, তোমার বাবা-মা আসেন নি ?

রিয়ার বান্ধবী কমলা উত্তর দিল, না আংকেল। সবাই-তো মেয়ে দেখে, আমরা আজ ছেলে দেখতে এসেছি। ছেলে আমাদের পছন্দ হলে রিয়ার বাবা-মা আসবেন।

ছেলের বাবার জ্ঞান হারাবার অবস্থা। তিনি তোতলাতে থাকলেন। বললেন---বেশ-বেশ। তোমরা দেখ কথা-বার্তা বলো। আমি একটু ঘুরে আসি।

কাজের বুয়া চা-নাস্তা পরিবেশন করে গেল। একটু পর ছেলে উপস্থিত হলো।

ড্রইং রুমে প্রবেশ করেই বললো, আসসালামো আলায়কুম।

আরেক বান্ধবীর নাম লায়লা। সে বললো, আমরা-তো আপনার থেকে বয়সে ছোট। তাহলে আপনি সালাম দিলেন কেন ?

ছেলেটি বললো, এমনিই দিলাম।

এবার কমলা বললো, আমরা কেন এসেছি, আপনি জানেন কি ?

ছেলেটি বললো, জানিনা। আমাকে শুধু বলা হয়েছে কয়েকটা বাঁদর মেয়ে আসবে। তাদের সাথে কথা বলে সময় নষ্ট করতে হবে।

রিয়া চমকে উঠে বললো, বাঁদর মেয়ে ? আমরা বাঁদর ?

ছেলেটি হাসিমুখে বললো, আমিও তাই ভাবছি।

রিয়ার দিকে আঙ্গুল তুলে লায়লা বললো , রিয়া আমাদের বান্ধবী। ওর জন্য আমরা ছেলে দেখতে এসেছিলাম।

ছেলেটি বললো, সুন্দর কথা। তো ছেলে পেয়েছেন ?

লায়লা বললো, আপনিই সেই ছেলে-তো ?

এবার ছেলেটি হেসে ফেললো। বললো, আপনারা ভুল স্থানে এসেছেন। আমি কোন বাঁদর বিয়ে করতে রাজী নই।

রিয়া লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বললো, চল সবাই। আমাদের চরম অপমান করা হয়েছে।

www.pathagar.com

ছেলেটি হেসে বললো, কি আশ্চর্য, বাঁদরকে বাঁদর বললে অপমানের কি আছে ?
সবাই হৈ-হৈ করে উঠে দাঁড়াল। তারপর মেইন দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

রিয়া গুম হয়ে শুয়ে আছে। বাবা সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে রিয়ার খোঁজ করলেন। রিয়ার ঘরে এসে বললেন, কি মা, কি খবর। ওখানে গিয়েছিলে ?
রিয়ার চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এলো। বললো তুমি কেমন ছেলের খোঁজ এনেছো, আমাদেরকে বাঁদর বলে অপমান করেছে।
বাবা বললেন, বাঁদর বলার তো কথা নয়। ছেলেটি এবং ওর বাবা অত্যন্ত ভাল এবং উদার মনের মানুষ। আচ্ছা তুমি বিশ্রাম নাও। আমি দেখছি।

দিন গড়িয়ে যায়। রিয়ার বান্ধবীরা এসে আড্ডা মারে, হৈ-চৈ করে। খুব তাড়াতাড়ি কোন ছেলের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছেনা। প্রায় দেড় মাসের মাথায় রিয়ার এক বিবাহিত বান্ধবী একটা ছেলের খোঁজ নিয়ে এলো। ছেলেটি তার স্বামীর বন্ধু। নাম গিয়াস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছে।
রিয়া যাবেই-না। কিন্তু বান্ধবীরা ছাড়লো না। একটা দিন-তারিখ ঠিক করে সবাই গিয়ে হাজির হলো গিয়াসের বাসায়। তিন ভাই-বোন। বাবা বেঁচে নেই।

সবাই ড্রইং রুমে বসলো। কিছুক্ষণ পর গিয়াসের মা এলেন। রিয়ার বান্ধবীরা উঠে দাঁড়িয়ে সালাম করলো। মায়ের বয়স হয়ে গেছে। তিনি একটা সোফায় বসে বললেন, তোমাদের মধ্যে কোন্ মেয়েটি----- ইয়ে, মানে কার বিয়ের কথা-বার্তা চলছে ?
লায়লা রিয়াকে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে বললো, খালাম্মা এই মেয়ে, এর নাম রিয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। খালাম্মা, গিয়াস ভাই বাসায় নেই ?
খালাম্মা বললেন , সে খুব জরুরী কাজে বেরিয়েছে। ফিরতে দেরী হবে।

www.pathagar.com

এই কথা বলেই তিনি রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা মা তোমাকে একটা কথা বলি। কিছু মনে করো না। আমি বুড়ো মানুষ এলাম, সবাই দাঁড়িয়ে আমাকে সালাম দিয়েছে। তুমি কিন্তু আমাকে সালাম দাওনি।

রিয়া নড়ে বসে বললো, আমি খেয়াল করিনি।

খালাম্মা বললেন, আমি তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। একদিন ক্লাসে গিয়ে দেখি সব ছেলে-মেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, একটা মেয়ে বাদে। রোল-কল করলাম। তারপর মেয়েটিকে না দাঁড়াবার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। সে কি উত্তর দিল জানো ?

লায়লা বললো, কি উত্তর দিল ?

মেয়েটি বললো, আমার বাবা বিচারপতি। আমার বাবাকে দেখে সবাই দাঁড়ায়। সেজন্য আমি সাধারন টিচার দেখে দাঁড়াই না।

আমি বহুকষ্টে রাগটা সামলেছি। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে মেয়েটিকে বললাম , তুমি আমার ক্লাসে আর কখনই আসবে না। তোমার বাবা এসে ভিসি সাহেবের সাথে আগে দেখা করবেন। তিনি অনুমতি দিলেই তুমি আমার ক্লাস করতে পারবে।

দম বন্ধ করে লায়লা বললো , তারপর কি হলো ?

---কি আর হবে ? এর দুদিন পর, বিচারপতি সাহেব কণ্যার পক্ষ হতে নিজে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন।

এরপর খালাম্মা রিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা মা, তুমি কোন সাবজেক্টে মাস্টার্স করছো।

মাথা নিচু করে রিয়া মিনমিন করে বললো , ইসলামিক হিস্ট্রি।

খালাম্মা নাক কুঁচকে বললেন, ইসলামের ইতিহাস ? এটা একটা সাবজেক্ট হলো ? এখন বাংলাদেশে এর কোনই ভবিষ্যৎ নেই।

রিয়ার কান্না পেতে লাগলো।

এই সময় কাজের বুয়া চা-নাস্তা নিয়ে ড্রইং রুমে প্রবেশ করলো। সবাইকে চা পরিবেশন করে বুয়া চলে যাবার পর খালাম্মা বললেন---রিয়া, তোমার মুখে খুব ছোট-ছোট কিছু দাগ দেখতে পাচ্ছি। দাগগুলি কিসের ?

www.pathagar.com

রিয়া মুখে হাত বুলিয়ে বললো, আমি বুঝতে পারছিনা। মনে হয় ছোট-ছোট ব্রণ হতে পারে।

খালাম্মা বললেন, তা হতে পারে। তুমি বল দেখি মুখে ব্রণ কেন হয় ?

রিয়া থতমত খেয়ে বললো, তাতো জানি না।

খালাম্মা বললেন, কয়েকটি কারণে হতে পারে। এর মধ্যে প্রধান দুটি কারণ হলো কনস্টিপেসন আর ভিটামিন-সি এর অভাব। প্রচুর পানি আর ভিটামিন-সি খাবে। কোন প্রকার মানসিক অশান্তির মধ্যে থাকবেনা। বলতো কি-কি ফলের মধ্যে ভিটামিন-সি থাকে ?

এবার কেঁদে ফেলার উপক্রম হলো রিয়ার। সে খুব ধীরে বললো, কমল লেবু।

খালাম্মআ এবার হেসে ফেললেন। বললেন, কমলালেবু-তো দামী ফল। অল্প দামের মধ্যে জনসাধারন কি-কি ফল খাবে যার মধ্যে ভিটামিন-সি থাকবে ?

চার বান্ধবী মাথা নিচু করে বসে রয়েছে।

শুধু লায়লা বললো, খালাম্মা আজ উঠি, আমার জরুরি কাজ আছে।

খালাম্মা বললেন , হ্যা আমাকেও একটা জরুরি আর্টিকেল লিখতে হবে। অবজারভার থেকে চেয়েছে। মা রিয়া তোমাকে একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোন। তোমার মধ্যে শিক্ষার বিভিন্ন ধরণের অভাব রয়েছে। শুধু ইসলামের ইতিহাস নয়, তোমাকে প্রচুর পড়তে হবে। ইংরেজি এবং বাংলা বিভিন্ন ম্যাগাজিন পড়। আমাদের বহুকিছু জানার আছে। এই যে জানা--- এটাই জ্ঞান। আর এই জ্ঞান জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

একথা বলে খালাম্মা উঠে দাঁড়ালেন।

মেয়েরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে খালাম্মাকে সালাম জানিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল। সেই রাত্রে বিছানায় শুয়ে রিয়া ভাবছিল, কি বাঁচা বেঁচে গেছি। আর ছেলে দেখা নয়। বাবা-মা যা করবেন, তাই ভাল।

www.pathagar.com

বিবাহ সমাচার

মহা ধুমধামের সাথে সাগরের সাথে সায়লার বিয়ে হয়ে গেল। দেখা এবং দীর্ঘদিন মনে রাখার মত একটা বিবাহ অনুষ্ঠান। বর-কনের অর্ধ শতাধিক বন্ধু-বান্ধব, শতখানেক আত্মীয় স্বজন। আর কয়েক-শো অতিথি। বাবুর্চির হাত ভাল, খুব ভাল রেঁধেছিল। সবাই প্রশংসা করে খেয়েছে প্রচুর। বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ হতেই রাত্রি এগারটা। তারপর সায়লাকে নিয়ে বাসায় আসা। সাগরের ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধু বাসায় এসে খেয়ে গেল। ব্যাপার-স্যাপার শেষ হতে রাত্রি বারটা। সাগর উসখুস করছে, কখন বাসর ঘরে প্রবেশ করবে। সাগরের নায়লা নামে ছোট একটা বোন আছে। নবম শ্রেণীর ছাত্রী। সেটি বাঁদরের একশেষ। বড় চেঁচিয়ে কথা বলে, যার কোন মানে নেই। যেমন পনের মিনিট আগে চেঁচিয়ে বলছিল, আমরা বাসর ঘর সাজিয়েছি, ভাইয়া আর ভাবীকে আমরা বাসরঘরে নিয়ে যাব। এখানে কারো মাতব্বরি চলবে না। কি-বিচ্ছিরি কথা। বিয়ে বাড়ী না হলে সাগরের ইচ্ছে করছিল ঠাঁস করে একটা চড় মারতে। বাঁদর মেয়ে আর কাকে বলে। যাইহোক, রাত্রি একটার দিকে সকল ঝামেলা থেকে ছুটি পাওয়া গেল।

রাত্রি একটা পয়ত্রিশ মিনিট । আমি সাগর বলছি ।

আমি আহমেদ রেজা চৌধুরির একমাত্র ছেলে সাগর। আমার বাবা একজন শিল্পপতি। আমি খবর রাখি, তিনি বছরে প্রায় দশ লক্ষ টাকার আয়কর ফাঁকি দিয়ে থাকেন। তিনি কি-কি ব্যবসার সাথে জড়িত রয়েছেন, সে-সব ব্যবসার খবর আমি জানিনা। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানে মাস্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্র। আমি তুখোড় ছাত্র বলতে যা বোঝায়, তা নই। তবে আমি ছাত্র হিসেবে খারাপ নই। আমি বাবার মত তুখোড়। দু-হাতে টাকা খরচ করে থাকি। আমি ব্যক্তিগতভাবে দুটি

www.pathagar.com

টয়েটো-কার মেইনটেন করে থাকি। আমি নিজেই একজন তুখোড় চালক। বিভিন্ন কারণে আমি ড্রাইভার রাখিনা। ড্রাইভারদের মত বদলোক আমি দেখিনি। এরা ঘাড় সোজা করে বসে থেকে পেছনের কথাবার্তা শুনে মেমোরিতে গেঁথে রাখে। যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেনা। তারপর সময় বুঝে খারাপ দিকটা নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে থাকে।

লায়লার সাথে ছোট-ছোট মেয়েগুলি যখন আমাদের রেহাই দিয়ে বাসর ঘর থেকে চলে গেল, তখন প্রায় রাত্রি পৌনে-দুটো। দরজা বন্ধ করে এসেই সায়লাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম। সায়লা দেখতে সুন্দরী। জেনারেল হিস্ট্রি নিয়ে পড়ছে। এবার অনার্স সেকেন্ড ইয়ার। সায়লার বাবাও শিল্পপতি। এই ঢাকা মহানগরীতে অভিজাত এলাকায় তিনটি বাড়ীর মালিক।

সায়লাকে বুকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, সায়লা আমাকে পছন্দ হয়েছে ? আমার কি মনে হচ্ছে জান ?

মৃদুস্বরে সায়লা বললো, কি ?

আমি বললাম, মনে হচ্ছে যুগ-যুগ ধরে তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করে রয়েছি।

সায়লা হ্যা-সূচক কোন উত্তর দিলনা। শুধু লজ্জায় মাথা নিচু করে আমার বুকে মুখ ঘসতে লাগলো।

এই যে বুকে মুখ ঘষা, এটাই সম্মতির লক্ষ্যণ।

আমি সায়লার দুটি ঠোঁট নিজের ঠোঁটের মধ্যে চেপে ধরলাম। আমার মনে হলো কমলালেবুর একটা নরম কোয়া মুখের মধ্যে ভরে ফেলেছি। সত্যি তাই, সায়লার মুখ থেকে কমলার গন্ধ বের হচ্ছে। আমি মাতাল হয়ে উঠলাম।

আমি কণ্ঠস্বরে মধু মাখিয়ে বললাম, জানো আজ প্রায় একমাস আমি ঘুমুতে পারিনি। বিছানায় শুলেই তোমার মুখ ভেসে ওঠে। ঘুম পালিয়ে যায়।

www.pathagar.com

সায়লা লজ্জা-লজ্জা কণ্ঠে খুব ধীরে বললো, আমারো সেই অবস্থা। আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।
তোমার ছবি দেখার পর আমি সেটা হৃদয়ের গভীরে ধারণ করে রেখেছি। তোমাকে না পেলে আমি মরে যেতাম।

সায়লার কথা আমার কানে মধু বর্ষন করলো। কথাগুলি আমার মনে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিল। আবার আমি মাতাল হয়ে উঠলাম। মনে হলো একটা ক্রুদ্ধ সাপ আমার ভেতর থেকে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লো। সাপের মত কুন্ডলী পাকিয়ে আমি সায়লার সমস্ত শরীরকে জড়িয়ে ধরলাম। আমার শরীরটা একটা ক্ষুধার্ত বাঘে রূপলাভ করলো। তার সমস্ত শরীরটাকে আমি খুবলে-খুবলে আরাম করে খেলাম।
তীব্রতম সুখের ঝর্ণায় স্নান করে সায়লা পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো। আমি তার কোমল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

সায়লার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে করুণায় আমার বুকটা ভরে উঠলো। ভাবলাম এখনকার দিনের আধুনিক মেয়েরা বিশেষতঃ সায়লার মত অত্যাধুনিক বড়লোকের মেয়ে কত সহজ-সরল। বাসর ঘরে ঢুকে এখন পর্যন্ত আমি যতগুলি ভালবাসার কথা বলেছি, সায়লা সব বিশ্বাস করেছে। শুধু বিশ্বাস নয় হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করেছে। আহা বেচারা ! সায়লা ছোট বাচ্চার মত সহজ-সরল, ওকে ভালবাসতেই হবে।

আমার জীবনে তরুনী মেয়ের অভাব নেই। প্রায় এক ডজন মেয়ের সাথে ডেটিং করি। প্রতিদিন একজন করে। তাদেরকে ভালবাসার কথা বলি। ভালবাসার চরম সঙ্গীত শুনিয়ে তাদেরকে ঘুম পাড়াই। এদের মধ্যে রয়েছে মীরা, তনয়া, কুসুম, সোনিয়া, লায়লা, বুটি ইত্যাদি। সব নাম আমার মনেও থাকেনা। প্রতিদিন একজনকে নিয়ে ডেটিং-এ চলে যাই। কেউ-কেউ আবার আদুরে গলায় বলে, সাগর ভাই আজ আমার বেডরুমে চলে এসো। দারুন মজা হবে। গাড়ী হাঁকিয়ে আমি সোজা চলে যাই। তারপর মধ্যরাত পর্যন্ত ফুর্তি করে বাসায় ফিরে আসি।

www.pathagar.com

সায়লার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আমার জীবনের কথা ভাবছি। আজ আমার বাসর রাত্রি। মাত্র গতকালের কথা। রাত্রি তখন দশটা। নীরার বাসায় ওর বেডরুমে বসে ভালবাসার কথা বলছিলাম। আমার মত নীরাও আমাকে গভীরভাবে ভালবাসে। দুজনে খুনসুটি করছিলাম।

নীরা আমার বুকে মুখ গুজে বললো, তুমি তাহলে সত্যি বিয়ে করছো ?

আমি বললাম, কিসের বিয়ে ? বাবা একটা মেয়েকে ঠিক-ঠাক করে আমার ঘাড়ে তুলে দিচ্ছেন। এটাকে তুমি বিয়ে বলো ? আমি একশো বার বিয়ে করলেও তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি।

নীরা উত্তরে বললো, আমি জানি। আমিও তোমাকে ভালবাসি।

আমি নীরার চিবুকে হাত দিয়ে বললাম, মুখের কথায় কিছু হবেনা। পরীক্ষা দিয়ে বোঝাও।

নীরা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, ওরে দুষ্টু ! এবার পরীক্ষা দেই।

নীরা এবার একটা বাঘিনীতে পরিনত হলো। ধাক্কা দিয়ে বিছানার উপর আমাকে চিৎ করে ফেলে দিল। তারপর শুরু হলো তার পরীক্ষা দেবার পালা। আমার মনে হলো বেহেস্ত বলে কিছু নেই। এটাই সর্বোচ্চ বেহেস্ত।

আমার সবচেয়ে ভাল লাগে লুমিকে। একটা খৃষ্টান তরুণী মেয়ে। দেখতে মোটামুটি সুন্দরী। লুমির সবচেয়ে আকর্ষনীয় তার অপরূপ দেহ। লুমি একটা বাঘিনী। সে কোন প্রকার পরীক্ষার ধার ধারেনা। নাইট ক্লাবে দেখা হলেই "হাই" বলে দৌড়ে চলে আসে আমার কাছে। একটা দুটা কথা বলেই আমর হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় একটা এন্টারটেনমেন্ট রুমে। এই রুমটাকে ব্যবহার করলে প্রতি ঘন্টার জন্য পাঁচশো টাকা করে দিতে হয়। এটা নাইট ক্লাবের নিয়ম। রুমে ঢুকেই সে আমার উপর বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমাকে কিছুই করতে দেয়না। প্রায় আধা ঘন্টার ঝড় বয়ে যায় আমার উপর দিয়ে। আমি স্বর্গীয় তৃপ্তিলাভ করি।

www.pathagar.com

সায়লার মুখের দিকে তাকিয়ে এসব কথা ভাবছিলাম। সায়লার মুখটা কত সুন্দর। কত কমনীয়। বিয়ে করলে এমন মেয়েকেই করতে হয়। আজীবন সুখে থাকা যায়। আমার মনে হলো, সায়লা খুবই অবলা এবং অত্যন্ত সরলা মেয়ে। আমি ভালবাসা সম্পর্কে যত মিথ্যা কথা বলেছি, সায়লা সব গিলে খেয়েছে। সবকিছু বিশ্বাস করেছে। হায়রে অবলা মেয়ে! আমি জানি, আমার প্রয়োজন ছিল এমন ধরনের মেয়ে। আমার বিশ্বাস আমি সায়লাকে ভালবাসতে পারবো। কথাটা ঠিক হলোনা। আমাকে ভালবাসতেই হবে। সায়লার ভালবাসোকে আমি পায়ে ঠেলতে পারবো না। আমি আবার আদর করে সায়লার মুখে আমার আঙ্গুল বুলিয়ে দিলাম। বেচারা ঘুমুচ্ছে ঘুমাক। এদিকে সারাদিন পরিশ্রম করেছি, ঘুমে আমার দুচোখ বন্ধ হয়ে আসছে। আমি মাথাটা কোন রকমে বালিশের উপর রাখতেই যেন আমি মরে গেলাম। তীব্র ঘুম আমাকে গ্রাস করলো।

রাত্রি তিনটে চল্লিশ মিনিট । আমি সায়লা বলছি ।

আমি আমার অতি ঘনিষ্ঠ প্রেমিক বলয়কে নিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম। তারপর কি হলো আমার ঘুমটা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। খুব ধীরে-ধীরে বিছানায় উঠে বসলাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলাম। মাগো, এতক্ষণ ঘুমিয়েছি ! আমি সাগরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। মনে হয় বোমা মারলেও উঠতে পারবেনা।

সাগরের মুখটা কত সুন্দর আর কমনীয়। আজ আমার বাসর-রাত্রি। আমি সাগরের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের জীবনের কথা ভাবছিলাম। আমি জানি সাগর সহজ-সরল। কিন্তু জঘন্য ধরণের বোকা। ওর বোকামীর কথা ভেবে আমার হাসি পেল। এই বাসর রাতের কথাই ধরা যাক। সাগরকে আমি ভালবাসি, তাকে ভালবেসে আমি মরে যেতে চাই, এই কথাটা বিভিন্ন ভাবে , বিভিন্ন বচন ভঙ্গীতে তাকে বুঝিয়েছি। এই বোঝানোর সময় আমাকে "প্রথম শ্রেণীর" অভিনয় করতে হয়েছে।

www.pathagar.com

ছাগলটা আমার সব কথা বিশ্বাস করেছে। সাগরের জন্য করুণায় আমার মনটা ভরে গেল। খুব সহজ-সরল আর বোকা ছেলে। যেমন করে হোক সাগরকে ভালবাসতে হবে। আমি বিশ্বাস করি এই বিয়েতে আমি ঠকিনি। বাবা ভাল ছেলে দেখেই বিয়ে দিয়েছেন।

আমি সায়লা হক। বাবার নাম নাসিরুল হক। তিনি একজন শিল্পপতি। গুলসানের বাড়ীতে আমরা বসবাস করি। ধানমন্ডীতে দুটো বাড়ী রয়েছে। সে-দুটি ভাড়া দেয়া হয়েছে। আমরা তিন ভাই-বোন। তিনজনের মধ্যে আমিই বড়। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার সাথে-সাথে আমার সুবিধার জন্য বাবা আমাকে একটা গাড়ী উপহার দিয়েছেন। আমি নিজেই ড্রাইভ করি। আমি জানি ড্রাইভার রাখা নিরাপদ নয়। সবাই বলে আমি মেধাবী ছাত্রী। কিন্তু আমি মনে করি আমার মেধা মরে গেছে। আমি খারাপ হয়ে যাচ্ছি, মাকি সেটা টের পেয়েছেন ? টের পাবারই কথা। কণ্যার মায়েদের চারটে করে চোখ থাকে। মা হয়তো একজনের কথা জানেন। মাত্র দশদিন পূর্বের কথা। জগলুলের সাথে ওদের বাগান বাড়ীতে ফুর্তি করতে গিয়েছিলাম। সেদিন জগলুল আমাকে চেটে-পুটে খেয়েছিল। আমার সমস্ত শরীর থেকে একটা পুরুষ-পুরুষ গন্ধ বের হচ্ছিল। বাসায় ফিরে এসেছিলাম বিকেল ছয়টার দিকে। বিছানার উপর ভ্যানিটি ব্যাগটা ছুড়ে ফেলে মাকে বললাম টেবিলে ভাত দাও। মা আমার দিকে তীক্ষ্ণ দুষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। আমি সে দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য ছুটে নিজের বাথরুমে ঢুকেছিলাম। আমার বাথরুম আমার একান্ত ঘর। প্রায় আধ-ঘন্টা ধরে গোসল করে ফিট-ফাট হয়ে বের হয়ে আসলাম। বসলাম খাবার টেবিলে।

মা বললেন, কোথায় ছিলি সারাদিন ?

আমি মুখ নিচু করে বললাম, আমার এক বান্ধবীর বাসায়। সারাদিন বই নিয়ে যুদ্ধ করেছি। তাই খুব টায়ার্ড লাগছে। ও খেতে বলেছিল, আমি খাইনি।

www.pathagar.com

আমি সাগরের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের জীবনের কথা ভাবছি। আমার বয়স কত হবে, বাইশ-তেইশ বছরের বেশী নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার পর আজ পর্যন্ত আমার প্রায় ৫/৬ জন প্রেমিক জুটেছে। আমি-তো খারাপ মেয়ে ছিলাম না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র তিন মাসের জন্য ডেপুটেশনে আসা এক ভারতীয় শিক্ষকের পাল্লায় পড়লাম আমি। ভদ্রলোক দেখতে সুন্দর, বয়স চল্লিশ বছরের বেশী হবেনা। ক্লাসে আমার দিকে অদ্ভুদ দৃষ্টিতে তাকাতে দেখেছি। এই দুষ্টি আমার চেনা। এই দুষ্টিতে রয়েছে প্রেম আর উল্লাস। আমার শরীরের মধ্যেও একটা শিহরন বয়ে যেত। সেদিন বৃহসপতিবার। বেলা দুটোর পরে আর ক্লাস নেই। শেষ ক্লাসটা ছিল এই শিক্ষকের। তিনি বেরিয়ে যাবার সময়ে আমার দিকে তাকালেন। সে দৃষ্টিতে ছিল সীমাহীন আমন্ত্রন। এই আমন্ত্রনকে আমি উপেক্ষা করতে পারলাম না। প্রায় চল্লিশ মিনিট এদিক-ওদিক ঘোরাফিরা করে ভদ্রলোকের অফিস রুমে প্রবেশ করলাম। তাঁর কান্ড-কারখানা দেখে বুঝলাম, তিনি বোধহয় জানতেন আমি অবশ্যই আসবো। অফিস কক্ষে প্রবেশ করতেই তিনি অতি সোহাগের সাথে আমাকে বুকে টেনে নিলেন।

কানে ফিসফিস করে বললেন, আমি এখনও বিয়ে করিনি। সময় করে উঠতে পারিনি। তোমাকে দেখার পর মনে হয়েছে, আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি। আমি তোমাকে ভালবাসি, ভালবাসি।

ভালবাসার কথা শুনলে সব মেয়ের মনে লোভ জেগে ওঠে।

আমার শরীরে একটা শিহরন বয়ে গেল। আমার শরীরটা কি অবশ হয়ে যাচ্ছে ? তিনি আমার মুখে, গলায় এবং ঘাড়ে চুম্বনের ঝড় তুলে দিয়েছেন। তার হাত আমার সারা শরীরে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখলাম, নিজেই জানিনা কখন আমি তাকে সজোরে জড়িয়ে ধরেছি। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।

সেই থেকে শুরু। সবাই বলে আমি দেখতে খুব সুন্দর। কি জানি! কোন ছেলের দিকে তাকিয়ে একবার হাসলেই সেই ছেলে পাগল

www.pathagar.com

হয়ে যায় আমাকে পাবার জন্য। এই সব ছেলেদের উস্কে দিয়ে আমি বিচিত্র রকমের আনন্দ পাই। সাগরের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি সেই সব ছেলেদের কথা ক্রমাগত: ভাবছি। এই আধুনিক যুগে ছেলেগুলিকে আমার পাগল বলে মনে হয়। জগলুল, নিলয়, কিশলু, নাদের, উদয়, আকাশ, বিলু এদের সবার কথা মনে পড়ছে। এরা সবাই আমার প্রেমিক। সকলেই আমার দেহ নিয়ে নানা প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে। আমি মোটেই কৃপনতা করিনি, সবইকে আনন্দদান করেছি। এদের মধ্যে উদয়কে আমার বেশী ভাল লাগে। উদয় স্যাডিষ্ট, সেজন্যই তাকে বেশী ভাল লাগে। আমাকে অত্যাচার করে সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তারপর শুরু হয় তার উদ্ভট পাগলামী। আমি দু-চোখ বন্ধ করে শুধু উপভোগ করি।

আমার প্রেমিকদের সবার কানে আমি একই রেকর্ড বাজিয়ে থাকি। খুব মিষ্টি করে বলি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। আমার কথা শুনে ছেলেগুলি পাগল হয়ে যায়। কেউ-কেউ আমার দু-পা জড়িয়ে ধরে সেখানে মুখ ঘসতে থাকে। আমার নিজেকে তখন মহারানী বলে মনে হয়। প্রচন্ড উল্লাসে আমি শিহরিত হতে থাকি। তারপর সেই মুখ পা বেয়ে ধীরে-ধীরে উপর দিকে উঠতে থাকে, উঠতেই থাকে। আমিও উল্লাসে চীৎকার করে উঠি। আজ বাসর রাতে আমার শরীর কিন্তু সেভাবে শিহরিত হয়নি। তবে আমি চমৎকার অভিনয় করেছি।

ইস্, ভোরের আলো ফুঁটে উঠছে। সাগর এখনও মরার মত ঘুমুচ্ছে। একটা গাধা-মার্কা তরুণ। এই সমাজ-সংসার সম্পর্কে কোন প্রকার জ্ঞান নেই। মুখ দেখে মনে হয় একটা অসহায় তরুণ খুব আরাম করে ঘুমুচ্ছে। নাহ ! বাবার পছন্দ আছে। সাগর আমার জীবন। আমাকে ভালবাসতেই হবে সাগরকে। নইলে আমার পাপ হবে।

www.pathagar.com

কালো টাকা সাদা টাকা

জুন মাসের শেষ সপ্তাহ্। অসহ্য গরম পড়েছে। সেই গরমের সাথে যোগ হয়েছে রাজনৈতিক গরম। জালাও-পোড়াও, হরতাল, অবরোধ। মানুষ হয়ে পড়েছে দিশেহারা। এর সাথে যোগ হয়েছে দৈনন্দিন নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের মূল্যের গরম। দুপুরে ঘুম আসতে চায়না। কি-করবো ভাবছি। এমনি সময় গুরু এসে হাজির হলেন। গুরুকে প্রায় এক সপ্তাহ দেখিনা। তিনি এক রাজনৈতিক দলের অফিস হতে দৌড়াচ্ছেন আরেক অফিসে। কি করেন, আমি খোঁজ রাখিনা।

গুরু ঘরে প্রবেশ করে একটা চেয়ারে আয়েস করে বসলেন। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। সিগারেটের ধুমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন। গভীর মনে কি যেন ভাবছেন।

হঠাৎ তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা তুমি কালো টাকা সাদা টাকা বোঝ ?

আমি উত্তর দিলাম, এটা না বোঝার কি আছে ?

গুরু তেমনি গম্ভীর হয়ে বললেন, কি বোঝ আমাকে শোনাও।

একটু উসখুস করে আমি মনে-মনে উত্তরটা ঠিক করে নিলাম। তারপর শুরু করলাম :

সাদা টাকা : সাদা টাকা মানে সবেমাত্র টাকশাল থেকে বেরিয়ে আসা নতুন ঝকঝকে টাকা। হাতে নিতে ইচ্ছে করে। হাতে নিয়ে শুঁকলে কেমন নতুন কাগজের গন্ধ পাওয়া যায়। আমার খুব ভাল লাগে।

গতকাল একটা একশো টাকার নোট জোগাড় করেছি।

কালো টাকা : আর কালো টাকা মানে হাজার মানুষের হাতে-হাতে ঘুরে যে কাগজের নোট কালো হয়ে যায়। প্রায় ছিড়ে যায়। কেউ-কেউ আবার

www.pathagar.com

সেই ছেড়া স্থানে কজ-টেপ লাগিয়ে রাখে। অনেকে এসব টাকায় নিজের নাম সই করে রাখে। অনেকে লেখে---ভুলোনা আমায়। হাজারো হাত ঘুরে এই টাকার রংটাই বদলে যায়। মোটামুটি কালো হয়ে যায়। পরে সেই টাকা আর কেউ হাতে নিচে চায়না। ঘেন্না করে। আরও একটা কথা। এসব কালো ময়লা টাকায় বিভিন্ন রোগের জীবণু থাকে। গত ১১/৫/২০০২ সালে দৈনিক ইত্তেফাক একটা সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছিল। এসব রোগজীবাণুর মধ্যে রয়েছে ডায়রিয়া আমাশা, নিউমোনিয়া, সর্দি-কাশি ইত্যাদির জীবাণু। ইত্তেফাক সবশেষে লিখেছিল, কালো-ময়লা টাকা বাজার হইতে তুলিয়া লইবার উদ্যোগ গ্রহন করা উচিত। আমরা আবারো বলিতেছি, বিষয়টিকে হালকাভাবে লইবার কোন অবকাশ নাই।

আমার কথা শেষ হবার পর গুরু হাততালি দিতে-দিতে হেসে গড়িয়ে পড়লেন। এবার হাসি থামিয়ে তিনি বললেন, তোমাকে এজন্যই বলি ভারতীয় গাধা। গাধার আবার শ্রেণীবিভাগ মানে গ্রেডিং রয়েছে। তুমি একটা সি-গ্রেডের গাধা। আমাদের দেশে এত গাধা থাকতে সরকার কেন যে বিদেশ থেকে গাধা আমদানী করতে গেল, বুঝলাম না।

আমি ভীষন লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করলাম। ভাবলাম ভুলটা কোথায় হলো। আমি যা সত্য বলে জানি, তাই বলেছি। আমি ভাবলাম, নিশ্চয়ই এর ভেতরে কোন রহস্য রয়েছে।

আমি মিনমিন করে বললাম, গুরু ক্ষমা চাই। আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন।

গুরু আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, আমার কথা মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নাও। সাদা টাকা কথাটার মানে সারাদিন পরিশ্রম করে বৈধ উপায়ে আয় করা টাকা। সারা বছর এই অর্থ উপার্জন করার পর যদি আয়কর দিতে হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সাথে-সাথে আয়কর প্রদান করে দেবেন। আবার আয়করের আওতায় না এলে আয়কর দিতে হয়না। এইরূপে বৈধভাবে উপার্জিত টাকাকে "সাদা টাকা" বলে। ডিজঅনেষ্টিকে বিসর্জন

www.pathagar.com

দিয়ে সৎ পথে থেকে ব্যবসা অথবা চাকরী করেও "সাদা টাকা" উপার্জন করা যায়। ঠিক এর উল্টোভাবে উপার্জিত অর্থকে "কালো টাকা" বলা হয়ে থাকে। যেমন---ঘুষ, দালালী, কমিশন, স্মাগলিং ইত্যাদি। এসব ছাড়াও আরও অনেক অসৎ উপায় রয়েছে যার মাধ্যমে টাকা উপার্জন করা যায়। এসব লক্ষ-লক্ষ অথবা কোটি-কোটি টাকা সবই "কালো টাকার" আওতাভূক্ত। এসব কালো টাকা ব্যাংকে রাখা যায়না ধরা পড়ার ভয়ে। কালো টাকার মালিক সবাই এসব টাকা বাড়িতে রেখে দেন।

আমি এতক্ষণ কান পেতে চুপ করে শুনছিলাম। এবার বললাম, গুরু আমি দু:খিত। এত গভীরে আমি যাইনি। ফটকাবাজি আর ঘুষ খেয়ে টাকা বানানোর জন্য লোকদের লজ্জা লাগেনা ?

গুরু বললেন, লজ্জা লাগবে কেন ? লজ্জা-তো নারীর ভূষন।

রাগ করে আমি বললাম, আপনি এটা ঠিক বললেন না।

গুরু বললেন, আরে বোকা, ঘুষ-তো সবাই খেতে পারেনা। যাদের মাথায় মগজ বলে কিছু নেই, তারা ঘুষ খেয়েই ধরা পড়ে যায়। সেটা ফাঁস হয়ে যায়। ঘুষ খেয়ে হজম করতে হবে, তার জন্য ভালো বুদ্ধি চাই, মগজ চাই।

বোকার মত আমি বসলাম, কারা এসব কালো টাকার মালিক ?

গুরু গম্ভীর মুখে বললেন, নিজেদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা ভেবে কালো টাকার মালিকদের নিয়ে কখনই আলোচনা করবে না।

জেদ করে আমি বল্লাম, ঠিক আছে। দেশের ভেতরে মোট কত কালো টাকা রয়েছে ?

গুরু একটু ভেবে বললেন, ধরো পাঁচ হাজার কোটি টাকা।

আমি ভয়ে-ভয়ে ঢোঁক গিলে বললাম, বলেন কি ? পাঁ-চ হা-জা-র কো-টি টা-কা ? এতে মোট কত টাকা হয় ?

ধমক দিয়ে গুরু বললেন, তুমি একটা রাম ছাগল।

তারপর বললেন, তুমি মগজে ঢুকিয়ে নাও যে এই ২০০৬ সালে মোট ৪৬০৩ হাজার কোটি টাকা সাদা করে নেয়া হয়েছে। সরকারী কোষাগারে

www.pathagar.com

জমা পড়েছে প্রায় ৩৪৬ কোটি টাকা। এই টাকাটা সাদা করেছেন মোট ৭২৪৬-জন "বিজ্ঞ লোক"।

নি:শ্বাস ফেলে আমি বললাম, এসব লোকের মধ্যে কারা-কারা আছেন ?

গুরু বললেন, এদের মধ্যে রয়েছেন পুলিশ অফিসার, রাজনৈতিক নেতা, কাষ্টম অফিসার, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, আইনজীবি ইত্যাদি।

আমি চুপ করে থাকলাম। চিকিৎসক-আইনজীবি শব্দ দুটি আমার কানে মনে হয় ড্রাম পেটাচ্ছে।

বিগত ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসে প্রায় দেড়শো কোটি টাকা সাদা করা হয়েছে। কালো টাকা সাদা করার জন্য কর দিতে হয়েছে সাড়ে সাত শতাংশ হারে। এভাবে সরকারের তহবিলে জমা হয়েছে প্রায় ১১-কোটি ২৫-লক্ষ টাকা।

বোবা হয়ে বসে থাকলাম আমি।

তারপর বললাম, গুরু তাহলে ২০০৬ সালে কত কালো টাকা সাদা করা হয়েছে ?

সিগারেটে আরেকটি টান দিয়ে গুরু বললেন, ২০০৬ সালে প্রায় ছয়শো কোটি কালো টাকা সাদা করা হয়েছে। টাকা সাদা করেছেন প্রায় ব্যক্তি---এর মধ্যে রয়েছেন সরকারী আমলা, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, স্মাগলার ইত্যাদি।

দারুন বিস্ময়ে আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো, চমৎকার। গুরু এসব কান্ডকারখানা কবে থেকে শুরু হয়েছে ?

গুরু বললেন, প্রথম এই সুবিধা প্রদান করা হয় ১৯৭৬ সালে। সেই থেকে শুরু। ১৯৭৬ সালে প্রায় ৭০-কোটি কালো টাকা সাদা করা হয়েছিল।

আমার কেমন বমি-বমি লাগছে। বমি করতে পারলে ভাল লাগতো। মাথার মধ্যে ঘুরছে আমরা কোন দেশে বাস করছি ?

www.pathagar.com

গুরু বললেন , তুমি কি ভাবছো আমি জানি। বিগত ১৯৭২ সাল থেকে দেশ এভাবেই চলছে এবং ভবিষ্যতে চলতে থাকবে। আমাদের অভাবটা কি জান ?

আমি বললাম, কিসের অভাব ? সবই-তো আছে।

গুরু বললেন, হ্যা সবই আছে। শুধু একটা জিনিষ নেই। আর তা হলো "দেশপ্রেম"।

বুঝতে না পেরে আমি বললাম, কেন বলছেন দেশপ্রেম নেই ?

বিষন্ন গলায় গুরু বললেন, একজন শিক্ষিত-সচেতন মানুষের মূল চালিকা শক্তি হলো তার দেশপ্রেম। আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতা, উপনেতা, পাতি-নেতা এবং অভিনেতা কারো কোন প্রকার দেশপ্রেম নেই।

গলায় জোর দিয়ে আমি বললাম, আপনি ঠিকই বলেছেন।

এবার হেসে ফেললেন গুরু। হাসিটা কান্নার মত শোনালো আমার কাছে।

তিনি বললেন, আমার খুব দু:খ হয়। তুমি হয়তো জানো না। কালো টাকার মত এই দেশে কালো আইন রয়েছে।

বিস্মিত হয়ে আমি বললাম, কালো আইন আবার কি জিনিষ ?

গুরু তেমনি বিষন্ন গলায় বললেন, কালো আইন হলো সেই আইন যা দিয়ে অন্যকে ঘায়েল করা যায়।

একটা রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এসেই কালো আইন তৈরি করেন, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য।

সেই দল চলে যাবার পর অন্য দল এসেই পূর্বেরটি বাতিল করে অপর একটি কালো আইন তৈরি করেন। দেশ এভাবেই চলছে, ভবিষ্যতেও চলবে।

আমি বললাম, এভাবে চললে দেশের দারিদ্রতা ঘুচবে কি করে ?

বাঁকা হেসে গুরু বললেন, দেশে দারিদ্রতা দেখলে কোথায় ? আমরা এখন সবাই কোটিপতি।

www.pathagar.com

গঞ্জিকা সেবন

আমার গুরুকে আপনারা সবাই চেনেন। একদিন তিনি আমাকে বললেন, তুমি গঞ্জিকা বোঝ ?

বুঝতে না পেরে আমি উত্তর দিলাম, গঞ্জিকা কি ? আমি শুধু পঞ্জিকা বুঝি। একটা পঞ্জিকা ঘরে ছিল, সেটা তুলে নিয়ে তাঁকে দেখালাম।

গুরু বললেন, তুমি একটা রাম ছাগল। গঞ্জিকা হলো গাঁজা।

মুখ করুণ করে আমি উত্তর দিলাম, বুঝেছি, গাঁজার ভালো বাংলা হলো গঞ্জিকা।

মুখে হাসি ফুঁটিয়ে গুরু বললেন, তুমি বোধহয় ঠিকই বলেছো। যেমন ছাগলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব হলো রাম ছাগল।

রেগে গেলে গুরু আমাকে রাম ছাগল বলতে ভালবাসেন। কথা না বাড়িয়ে আমি সেটা হজম করে ফেলি। এতে শান্তি রক্ষা হয়ে থাকে।

একটু ভেবে নিয়ে গুরু বললেন, তুমি কখনও গাঁজা খেয়েছো ?

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, খাওয়া-তো পরের কথা, গাঁজা আমি কখনও চোখে দেখিনি।

গুরু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন।

আমি বললাম, গুরু গাঁজা কি দিয়ে তৈরি করা হয় ? কারা তৈরি করে থাকে ?

গম্ভীর গলায় গুরু বললেন, একটা বিশেষ ধরনের গাছ। সেই গাছের পাতা শুকনো করে নিয়ে গুড়ো করতে হয়। এই গুড়োটাকেই গাঁজা বলা হয়ে থাকে। কেউ হুক্কার মধ্যে নিয়ে টানে। কেউ-কেউ বিড়ি সিগারেটের মধ্যে নিয়ে টানে। আবার কেউ কলকের মধ্যে ঢুকিয়ে জোরসে টান দেয়।

অবাক হয়ে আমি বললাম, গাঁজা খেলে শরীরের কি উপকার হয় ?

www.pathagar.com

গুরুর মুখে হাসি ফুঁটে উঠলো। তিনি বললেন, গাঁজা টানার পরে তোমার ঝিমুনি আসবে, তোমাকে নেশায় আচ্ছন্ন করবে। তুমি কখনও হয়ে উঠবে শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া অথবা এরশাদ। যদি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ হয়ে ওঠো, তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আমি বলেই ফেললাম, সর্বনাশ তাহলে এটাতো খুব খারাপ নেশা। মানুষ এসব নেশা কেন করে ?

ধমক দিয়ে গুরু বললেন, নেশা-- নেশাই। নেশার কোন মা-বাপ নেই। আমি এখানে বসে সিগারেট খাচ্ছি, এটাও এক প্রকারের নেশা।

আমি বললাম, তাহলে নেশা করার আরও জিনিস রয়েছে।

অমায়িক হেসে গুরু বললেন, অনেক-অনেক। যেমন---আফিম, মদ, হিরোইন, কোকেন, এলএসডি, মারজুয়ানা, স্পীড ইত্যাদি।

অবাক হয়ে আমি বললাম, স্পীড ? এটা একটা নাম হলো ?

হেসে ফেললেন গুরু। এরপর বললেন, স্পীড মানে গতি। আমার মনে হয় স্পীড খেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বোধহয় খুব জোর গতিতে পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তে চলে যেতে পারে।

বোকার মত তাকিয়ে থাকলাম আমি। তারপর মিনমিন করে বললাম, সরকার তাহলে এসব নেশার উপর কড়া বিধি-নিষেধ আরোপ করছেন না কেন ?

গুরু বললেন, এসব নেশা জাতীয় প্রত্যেক দ্রব্য বাংলাদেশে নিষিদ্ধ করা রয়েছে। এসব দ্রব্য চোরাই পথে দেশে ঢুকে থাকে।

বোকার মত আমি বললাম, চোরাই পথে কিভাবে প্রবেশ করবে ?

গুরু এবার ধমক দিয়ে বললেন, আগেই বলেছি তুমি একটা রাম ছাগল। কেন কালো টাকা সাদা টাকার গল্প তোমাকে শুনিয়েছি। আমাদের সকল প্রশাসনে রয়েছে কয়েক লাখ অসৎ অফিসার এবং কর্মচারী। তাদের একটাই কাজ হলো, কালো টাকা তৈরি করা। এরা কোটি-কোটি কালো টাকার মালিক হয়ে ঘাপটি মেরে থাকে। তারপর সুযোগ বুঝে টাকা সাদা করে ফেলে। সুতরাং আমাদের মত সাধারন নাগরিকদের কি করার আছে? বোবার মত চুপ করে আমি কথা শুনছিলাম।

www.pathagar.com

আরেকটি সিগারেট ধরিয়ে গুরু বললেন, পুলিশের চোখের উপর বসে গাঁজা টানলেও পুলিশ কিছু বলে না।

অবাক হয়ে আমি বললাম, কি রকম ?

সিগারেটে একটা টান দিয়ে গুরু বললেন, তুমি বহু রকম সম্মেলনের নাম শুনেছো আমাদের দেশে। আজকাল সব রকম সভা-সম্মেলনের পূর্বে একটা বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

অবাক হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিসের শব্দ ?

মুখ গম্ভীর করে গুরু বললেন, শব্দটি হলো "মহা"। যেমন---মহা জনসভা, মহা সম্মেলন, মহা সমাবেশ, মহা পবিত্র ইত্যাদি।

আমি বললাম, মহা পবিত্র আবার কি ? পবিত্র সর্বদাই পবিত্র।

ব্যঙ্গ হেসে গুরু বললেন, ধরো বিরাট জনসভা। মানুষ গুনে দেখবে ভাড়া করে ২৩৪ জনকে নিয়ে আসা হয়েছে। এর নাম বিরাট জনসভা। আচ্ছা তুমি কখনও গাঁজা সম্মেলনের নাম শুনেছো ?

আমি হেসে ফেললাম। পরে বললাম, কি বলছেন, গাঁজা সম্মেলন ? আমাদের দেশে ?

সবজান্তার হাসি হেসে গুরু বললেন, শুধু সম্মেলন নয়, গাঁজা খাওয়ার মহা সম্মেলন।

চুপ করে থাকলাম আমি। জানি গুরুর কথা শেষ হয়নি।

তিনি শুরু করলেন, এই গাঁজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বগুড়ার মহাস্থানগড়ে। তারিখ হলো প্রতি বছর বৈশাখ মাসের শেষ বৃহসপতিবার।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মহাস্থানগড়ে কেন ?

উত্তরে গুরু বললেন, এখানে রয়েছে হযরত শাহ সুলতান মাহমুদ বলখীর (র:) পবিত্র মাজার শরীফ। প্রতি বছর বৈশাখ মাসের শেষ বৃহসপতিবারে এখানে বৈশাখী উৎসব পালন করা হয়। দেশ-বিদেশ থেকে হাজার-হাজার মানুষের সমাগম ঘটে। সিদ্ধি লাভের আশায় ভিড় জমায় সাধু-সন্যাসী, বাউল-ফকির এবং সাধারন মানুষ। বসে গঞ্জিকাসেবীদের মহাসমাবেশ। গাঁজার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সমস্ত মহাস্থানগড়। বিপূল সংখ্যক

www.pathagar.com

পুলিশ পাহারায় থাকে যেন কোনপ্রকার গোলমাল না হয়। এই গাঁজার আসর ঠেকাতে তাদেরকে হিমশিম খেতে হয়।

দম বন্ধ করে আমি বললাম, গাঁজা-আফিম খাওয়া ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ। দুটো জিনিস বুঝলাম না।

প্রথমত: পবিত্র মাজার শরীফের সাথে গাঁজার সম্পর্ক কি ? দ্বিতীয়ত: এসব নেশা করা হচ্ছে পুলিশের চোখের সামনে। এসবের ব্যাখ্যা কি ?

গুরু বললেন, বাংলাদেশে কোন ঘটনার কোন ব্যাখ্যা নেই। এ-সবের ব্যাখ্যা দিতে পারবেন দেশের ইসলামিক চিন্তাবিদ আর পুলিশ বিভাগ। তুমি গিয়ে ব্যাখ্যা নিয়ে এসে আমাকে জানাবে।

- **<u>পরিবেশিত কৌতুক</u> :**

আমি গুরুর কাছে আব্দার করলাম ভাল কিছু কৌতুক বলার জন্য যাতে পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ হাসতে পারেন। একটা বড় নি:শ্বাস ফেলে গুরুকে বললাম, দিনকাল এমন পড়েছে যে নির্মল হাসি এখন আর খুঁজে পাওয়া যায়না।

গুরু বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো। কি ধরনের কৌতুক তোমার ভাল লাগে ?

উত্তরে আমি বললাম, আপনার পছন্দমত কৌতুক, যার মধ্যে থাকবে শুধু নির্মল হাসির খোরাক।

একটু ভেবে নিয়ে গুরু বললেন, তুমি-তো জান, আমার বড় ছেলে ডাক্তার। সুতরাং ডাক্তার দিয়েই শুরু করা যাক।

- অপারেশন টেবিলে রোগী শুয়ে আছেন। তার অপারেশন করা হবে। ছুরি-কাঁচি নিয়ে সার্জন এসে পৌছালেন। তিনি টেবিলের কাছে এসে দেখলেন, রোগী খুব কাঁপছেন।

  সার্জন বললেন, কি ব্যাপার আপনি এত কাঁপছেন কেন ? কোন সমস্যা ?

  রোগী---নাহ কোন সমস্যা নয়।

www.pathagar.com

সার্জন---তাহলে এত কাঁপছেন কেন ?
রোগী---কাঁপছি ভয়ে। জীবনে এটাই আমার প্রথম অপারেশন।
সার্জন হাঁ-হাঁ করে হাসলেন। তারপর বললেন, কি-যে বলছেন ! আমি কি কাঁপছি ? জীবনে এটাই আমার প্রথম অপারেশন।
শুনেই রোগী অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

গুরু বললেন, স্বাধীনতার পর থেকে রাজনৈতিক কর্মকান্ড দেখে আসছি। রাজনৈতিক অস্থিরতা ছাড়া একটা দিনও আমার চোখে পড়েনি। একটা দেশে দেড়শো-দুশো রাজনৈতিক দল থাকলে এই অস্থিরতা থাকবেই। এই রাজনীতির উপর একটা কৌতুক শোন।

- কানাডার এক নামকরা অধ্যাপক বাংলাদেশ সফর করছেন। তার উদ্দেশ্য দেশের মানুষ এবং তাদের কালচার পরিদর্শন করা। আরও ইচ্ছে, প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করা। তার সাথে রয়েছে একজন দোভাষী।
  একদিন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি খেয়াল করলেন প্রচন্ড গোলমাল এবং হট্টগোল। গুলির আওয়াজ, লাঠি চালনা, ইট-পাটকেল ছোঁড়া, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ইত্যাদি। অধ্যাপক দোভাষীর কাছে এসবের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।
  দোভাষী একটু মধুর হাসি উপহার দিয়ে উত্তর দিলেন, স্যার এসব কিছু নয়। কিছুক্ষণ আগে পলিটিক্যাল সায়েন্সের ক্লাশ শেষ হয়েছে। ছাত্ররা কি শিখলো, এখন এর উপর প্রাকটিক্যাল ক্লাস চলছে।
  অধ্যাপক বললেন, খুব সুন্দর ব্যবস্থা। কিন্তু আমাদের দেশে এই সিসটেম চালু নেই কেন ?

এবার গুরু বললেন, এবার মেয়েদের নিয়ে কয়েকটা কৌতুক পরিবেশন করা যাক। তার আগে আমি পাঠিকাবৃন্দের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে

www.pathagar.com

নিতে চাই যে সারা বিশ্ব ব্যাপী কৌতুক নির্মল হাসির প্রতীক হিসেবে কাজ করে থাকে।

- এক মহিলা খাদ্য-ভক্ষণে পারদর্শী। খেতে-খেতে তিনি অল্প বয়সেই ভীষন মুটিয়ে গেছেন। ওজন হয়েছে প্রায় আড়াই মন। স্বামী তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলেন। চিকিৎসক মহিলাকে পরীক্ষা করে একটা "ডায়েট-চার্ট" করে দিলেন। বললেন---এই চার্ট অনুযায়ী তিন বেলা খাবেন। তারপর দু-মাস পরে আমার সাথে দেখা করবেন।
  স্বামী-স্ত্রী উঠে হাঁটা শুরু করলেন। দরজার কাছে পৌছে মহিলা হঠাৎ ফিরে এলেন।
  চিকিৎসক---কিছু বলবেন ?
  মহিলা---হ্যা। এই ডায়েটগুলি খাবার আগে নাকি খাবার পরপর খেতে হবে ?

- স্ত্রী বললেন , বিয়ের আগে তুমি আমাকে কত ভালবাসতে।
  স্বামী বললেন, আমিও তাই ভাবি।
  আনন্দের সাথে স্ত্রী বললেন, তুমিও তাই ভাবো ? সত্যি করে বলনা-গো আমরা যদি বিয়ের আগের হয়ে যাই, তাহলে তুমি কি করবে ?
  স্বামী উত্তর দিলেন, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো যাতে আমাদের বিয়েটা না হয়।

- পঁচিশতম বিবাহ বার্ষিকীর দিনে স্বামী-স্ত্রীর আলোচনা হচ্ছে।
  স্ত্রী বললেন, ওগো তোমার আজকের দিনটা খেয়াল আছে ?
  উত্তর দিলেন স্বামী, নিশ্চয়ই আছে।
  আদুরে গলায় স্ত্রী বললেন, আমরা তাহলে দিনটা কিভাবে পালন করবো ?

www.pathagar.com

স্থির গলায় স্বামী বললেন, এসো, আমরা পাঁচ মিনিট নীরবতা পালন করবো।

- আদালতে একটা তালাকের বিচার চলছে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই উপস্থিত রয়েছেন।
  বিচারক বললেন, আজ আঠারো বছর আপনাদের বিয়ে হয়েছে। কাগজপত্রে দেখা যাচ্ছে যে একদিনের জন্যও আপনারা উভয়ে একমত হতে পারেন নি।
  তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই কথা কি সত্য ?
  উত্তর দিলেন স্ত্রী, সত্য কথা।
  বিচারক অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, একদিনের জন্যও নয় ?
  স্ত্রী বললেন, হ্যা মাত্র একদিন উভয়ে একমত হয়েছি।
  বিচারক উৎসাহবোধ করে বললেন, কবে-কবে ?
  আমরা দুজনে ঠিক করলাম তালাকের জন্য আদালতে আসবো। তখন দুজনে একমত হলাম।

- এক স্ত্রী বাসায় গানের চর্চা করেন। গলার স্বর আর্ত চীৎকারের মত। স্বামী মহা বিরক্ত। কিন্তু তবু স্ত্রীকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে চুপ মেরে গেলেন।
  এবার শোনা যাক দুই যুবকের কথাবার্তা।
  প্রথম যুবক---ঐ বাসার মিসেস আহমেদ নাকি বিদেশে যাচ্ছেন গান শেখার জন্য ?
  দ্বিতীয় যুবক---বলো কি ? এতে-তো বহু টাকার প্রয়োজন। উনি এত টাকা কোথায় পেলেন ?

www.pathagar.com

প্রথম যুবক---পাবে আবার কোথা থেকে ? সমস্ত মহল্লার লোক আতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সবাই একজোট হয়ে মোটা টাকা চাঁদা তুলেছে। কৌশলে মিসেস আহমেদকে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে।

- পিতা এবং কণ্যা প্লেনে করে যাচ্ছেন। মেয়ের বয়স মাত্র পাঁচ বছর। কিন্তু খুব মেধাবী।
  মেয়ে বাবার কানে-কানে বললো, আচ্ছা বাবা এরোপ্লেন কোন্ লিঙ্গ ?
  বাবার জবাব, মনে হয় স্ত্রী লিঙ্গ।
  মেয়ে জিজ্ঞাসা করলো, স্ত্রী লিঙ্গ কেন বাবা ?
  বাবা বললেন, মহিলাদের মত বড় বেশী শব্দ করে।

= সমাপ্ত =

www.pathagar.com

আমার কথা

আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি যে নির্মল হাসি এবং আনন্দ সারা বিশ্বে অত্যাধিক জনপ্রিয়। এই নির্মল আনন্দের সাথে যেন বিশ্ব প্রকৃতির অদৃশ্য একটা মিল রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে আমার একটা ইচ্ছে ছিল একটা রম্য রচনা লেখার। সে ইচ্ছেটা এবার পূরণ হলো। চলতি একুশে বই মেলায় (২০০৭) প্রকাশিত হলো ''গাধা সমাচার''। এটি একটি রম্য রচনা এবং প্রকাশিত আমার পঞ্চম গ্রন্থ।

আমার লেখালেখির নিজস্ব কাজের ভীড়ে চলতি বই মেলায় এই বইটি প্রকাশ করতে পারবো বলে আমি কখনই ভাবিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমি অতিশয় আনন্দবোধ করছি।

এই বইয়ের প্রবন্ধ সমূহের মধ্যে কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আমি আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছি প্রতিটি প্রবন্ধের মধ্যে নির্মল হাসি এবং ব্যঙ্গ উপস্থাপন করতে। জানিনা আমি কতটুকু সার্থক হয়েছি। সাহিত্যকর্মের শ্রেষ্ঠ বিচারক হলেন পাঠকবর্গ। তাদের মুখে যদি হাসি ফুঁটে ওঠে, আমি সার্থক হয়েছি বলে চিন্তা করবো।

যদি কোন মুদ্রণ ত্রুটি কারো চোখে পড়ে, তার সকল দায়-দায়িত্ব এবং অপরাধ আমার একার।

কামরুল ইসলাম খান

www.pathagar.com

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com